বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতির পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ

পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো

(প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খসড়া)

আলোচনার বিষয়

১ জুলাই, ২০১৫

শব্দসংক্ষেপ ও আদ্যাক্ষর

এ্যাপেস	পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড সংক্রান্ত স্বীকৃতি প্রদান প্যানেল
বিপি	ব্যাংক কার্যবিধি
সিএফএস	বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি
কোড	উন্নয়ন কার্যকারিতা সংক্রান্ত কমিটি
ডিপিএফ	উন্নয়ন নীতি অর্থায়ন
ইসিআর	বৈদেশিক ও কর্পোরেট সম্পর্ক বিভাগ
ইএইচএসজি	পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা দিকনির্দেশনা
ইএনআর	পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত বৈশ্বিক রীতি
ইএসসিপি	পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা
ইএসএফ	পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো
ইএসপি	পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি
ইএসপিপি	পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যপদ্ধতি
ইএসএস	পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড
এফএও	খাদ্য ও কৃষি সংস্থা
এফসিএস	নাজুক ও সংঘাতময় পরিস্থিতি
এফআই	আর্থিক মধ্যস্থতাকারী
এফপিআইসি	অবাধ, প্রাধিকারযুক্ত ও অবহিত সম্মতি
জিএইচজি	গ্রীনহাউজ গ্যাস
জিআইআইপি	অনুকরনীয় আন্তর্জাতিক শিল্প রীতি
আইইজি	নিরপেক্ষ মূল্যায়ন গ্রুপ
আইএফসি	আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থা
আইএফআই	আন্তর্জাতিক অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ
আইএলও	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
আইইউসিএন	প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন
এলইজি	আইন বিভাগ

এমডিবি	বহুমুখী উন্নয়ন ব্যাংক
এমডিটিএফ	বহুমুখী দাতা ট্রাস্ট ফান্ড
ওডি	পরিচালন নির্দেশনা
ওইএসআরসি	পরিবেশগত ও সামাজিক পর্যালোচনা কমিটি
ওএমএস	পরিচালন নির্দেশিকা তথ্য
ওপি	পরিচালন নীতি
ওপিসিএস	পরিচালন নীতি ও দেশ ভিত্তিক সেবা
পিএন্ডপিএফ	নীতি ও কার্যপদ্ধতি কাঠামো
পিএডি	প্রকল্প মূল্যায়ন নথি
পিফরআর	ফলাফল ভিত্তিক কর্মসূচি
সোগি	যৌণ প্রকৃতি, জেন্ডার পরিচয় ও মত প্রকাশ
সর্ট	পদ্ধতিগত পরিচালন ঝুঁকি-রেটিং টুল
সার	সামাজিক, নাগরিক, গ্রামীন ও সহিষ্ণুতার বৈশ্বিক রীতি

বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতির পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণঃ

প্রস্তাবিত পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো (আলোচনার বিষয়)

সূচিপত্র

শব্দসংক্ষেপ ও আদ্যাক্ষর

সার সংক্ষেপ

১ ভূমিকা

২ পর্যালোচনার পদ্ধতি এবং পরামর্শমূলক ফিডব্যাক

৩ বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য মান উন্নীতকরণ: প্রস্তাবিত পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো

৪ সার্বিক উন্নয়ন ইস্যুসমূহ

৫ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

৬ পরবর্তী পদক্ষেপ

৭ উপসংহার

পরিশিষ্ট ১: বিদ্যমান সুরক্ষা নীতিমালা

সংক্ষিপ্ত সার

সংক্ষিপ্ত সার ও পটভূমি

১. বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালা হচ্ছে অংশীদার সকল দেশে একটি টেকসই উপায়ে জনগণ ও পরিবেশ রক্ষা, চরম দারিদ্র্য নির্মূল করার লক্ষ্য অর্জন এবং অভিন্ন সমৃদ্ধি লাভের জন্য তাদের প্রয়াসের ভিত্তি। বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা নীতিমালা হালনাগাদ করতে যাচ্ছে এবং বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের জন্য একটি নতুন পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর (ইএসএফ, সংযুক্তি ১ দেখুন) দ্বিতীয় খসড়া প্রস্তাব করেছে। ইএসএফ সংক্রান্ত এই দ্বিতীয় খসড়া দরিদ্রদের ও পরিবেশের জন্য সুরক্ষা জোরদার করবে, উন্নয়ন সুফল লাভের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান, ঋণ গ্রহীতা দেশগুলোর সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের অংশীদারিত্ব জোরদার এবং জনগণ ও পরিবেশের জন্য সুরক্ষা প্রদানে বিশ্ব ব্যাংকের নেতৃত্ব জোরদার করবে। প্রস্তাবিত কাঠামোর লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর মনোভাবের হয়ে ওঠা।

২. বিদ্যমান সুরক্ষা নীতিমালা বিগত দুই দশকের বেশী সময় ধরে বিশ্ব ব্যাংক, তাদের ঋণ গ্রহীতা ও উন্নয়ন গোষ্ঠীর জন্য সেবা দিয়ে আসছে। এ সময়ে নতুন ও বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যুগুলো সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংকের সচেতনতা গড়ে ওঠেছে এবং সেইসাথে আশা-আকাঙ্খা জেগেছে। এই পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের লক্ষ্য হচ্ছে একটি আধুনিক ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামোতে এর প্রতিফলন ঘটানো। বিশ্ব ব্যাংক বিশ্বের ১৮৮টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে রয়েছে অতি ব্যাপক ভিন্ন মাত্রার বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্ব ব্যাংক কিভাবে সুরক্ষা ইস্যুর পর্যালোচনা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে, সে বিষয়ে সুশীল সমাজের অংশীদাররা একটি ব্যাপক মাত্রার মতামত ব্যক্ত করেছে। এই কাঠামোতে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেসব দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক বৈচিত্র্য বিবেচনা করে এই কাঠামোতে বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকিগুলোর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি জোরালো ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপের প্রতিফলন রয়েছে।

৩. প্রস্তাবিত কাঠামোটি ঋণ গ্রহীতা, জনগণ এবং পরিবেশের জন্য অপেক্ষাকৃত কল্যাণকর। প্রস্তাবিত কাঠামো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হবে এবং ঋণ গ্রহীতাদের প্রয়োজন সম্পর্কে আরো বেশী তথ্য দিবে। এতে ব্যাপক ভিত্তিক পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যু তুলে ধরা হয়েছে যার ফলে জনগণ ও পরিবেশের অধিকতর সুরক্ষার সুযোগ হবে।

৪. প্রস্তাবিত কাঠামোতে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট শর্তগুলো বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কে একটি ঝুঁকি-ভিত্তিক, ফলাফল ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজে লাগানো হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহীতাদের বাধাসমূহ ও প্রকল্পগুলোর বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়ে প্রস্তাবিত কাঠামোতে টেকসই উন্নয়নের নতুন ও ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এই খসড়ায় (ক) প্রস্তাবিত কাঠামোর জন্য প্রেক্ষাপট উপস্থাপন, (খ) পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়ার সার সংক্ষেপ, (গ) প্রধান বৈশিষ্ট্য ও অগ্রগতির উল্লেখসহ এর কাঠামো ও বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান, এবং (ঘ) তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনার ভিত্তি হিসেবে আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য উন্নয়ন কার্যকারিতা সংক্রান্ত নির্বাহী পরিচালক পর্ষদ কমিটির (কোড) কাছে প্রস্তাবিত কাঠামোর সংশোধিত খসড়া উপস্থাপন করেছে।

৫. বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ কর্মসূচি ২০১২ সালে গ্রহন করা হয়, যার লক্ষ্য হচ্ছে এগুলোর কার্যকারিতা জোরদার এবং বিশ্ব ব্যাংকের বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর উন্নয়ন সুফলগুলো বৃদ্ধি করা। ২০১২ সালে কোডের কাছে এ্যাপ্রোচ পেপার উপস্থাপনের পর, বিশ্ব ব্যাংক প্রস্তাবিত কাঠামোর খসড়া সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে সুযোগ-সুবিধা, উদ্ভুত দিকনির্দেশনা ও বিকল্প বিষয়ে মতামত জানতে শেয়ারহোল্ডার, অভ্যন্তরীন অংশীদার ও ব্যাপক ভিত্তিক বাইরের অংশগ্রহনকারীর সঙ্গে পরামর্শ সভা করেছে। এসব আলোচনা ও পর্যালোচনার ফলে ২০১৪ সালের জুলাই মাসে কোডে আলোচনার জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর প্রথম খসড়া প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৪ সালের আগস্ট ও ২০১৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে খসড়া সংক্রান্ত ব্যাপক বৈশ্বিক আলোচনার ফলাফল সংশোধিত খসড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে যা তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে কোড এর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো

৬. প্রস্তাবিত কাঠামো টেকসই উন্নয়ন ফলাফল লাভে বিশ্ব ব্যাংকের অঙ্গীকার জোরদার করেছে। বিদ্যমান মূল নীতিমালার ভিত্তিতে এটি সংরক্ষণ ও প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, নীতিমালার সুস্পষ্টতা ও প্রয়োগযোগ্যতা ও প্রকল্প পর্যায়ে ঋণ গ্রহীতাদের সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের অংশীদারিত্ব জোরদার করেছে। প্রস্তাবিত কাঠামো নীতি, বিধিমালা ও প্রক্রিয়ার বিষয়গুলোর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য চিহ্নিত এবং পুনরাবৃত্তি পরিহার করেছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তি ও কনভেনশন অনুযায়ী, বিশ্ব ব্যাংক বিদ্যমান সুরক্ষা নীতিমালা এবং অন্যান্য বহুমুখী উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর (এমডিবিএস) পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো বাস্তবায়ন করছে।

৭. প্রকল্পগুলোর জন্য ১০টি পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড (ইএসএস) প্রস্তাব করা হয়েছে। পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে অংশীদারদের ব্যাপক ভিত্তিক অংশগ্রহনকালে শেয়ারহোল্ডার, অংশীদার ও বিশ্ব ব্যাংকের কর্মীদের উত্থাপিত সব ধরণের ইস্যুর ব্যাপক ভিত্তিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ওপি.১০.০০ (বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন) জনগণ ও পরিবেশের জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে ঋণ গ্রহীতাদের দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠা করেছে। ইএসএস অন্যান্য এমডিবি এবং বিশেষ করে আইএফসি ও এমআইজিএ'র সঙ্গে ব্যাপকভাবে সমন্বয় সাধন করেছে। প্রস্তাবিত ইএসএস-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা (এইএসএস১); শ্রমিক ও কাজের পরিবেশ (ইএসএস২); সম্পদ সামর্থ এবং দুষণ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা (ইএসএস৩); কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (ইএসএস৪); ভূমি অধিগ্রহন, ভূমি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ও অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন (ইএসএস৫); জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীবিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা (ইএসএস৬); আদিবাসী জনগোষ্ঠী (ইএসএস৭); সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (ইএসএস৮); আর্থিক মধ্যস্থতাকারী (ইএসএস৯); এবং তথ্য প্রকাশ ও অংশীদারদের সংশ্লিষ্টতা (ইএসএস১০)।

- **ইএসএস১: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা** হচ্ছে সর্বোচ্চ মানদণ্ড যা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে প্রকল্পগুলোর একটি সমন্বিত পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন করার জন্য প্রক্রিয়াগত ভিত্তি দেয়। অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী কিভাবে প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং প্রভাবগুলো কিভাবে দূর করা যায় সেগুলো চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা এতে প্রতিষ্ঠিত। এটি বিদ্যমান ওপি/বিপি৪.০১ (পরিবেশগত মূল্যায়ন) ওপর ভিত্তিতে তৈরী এবং এটিও সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি সামাজিক মূল্যায়নের সুবিধাগুলো জোরদার করে এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংক্রান্ত সেবার ধারণা দেয়। এটি ঋণ গ্রহীতাদের জন্য অধিকতর সুস্পষ্ট প্রকল্প সংজ্ঞা প্রদান করে এবং একটি সুস্পষ্ট ও প্রয়োগযোগ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করেছে।

- **ইএসএস২: শ্রমিক ও কাজের পরিবেশ হচ্ছে** এমন একটি বিষয় যা প্রথমবার জানাচ্ছে যে, বিশ্ব ব্যাংকের শ্রমিক ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত একটি মানদণ্ড রয়েছে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানদণ্ড সংক্রান্ত খসড়া সম্পর্কে অবহিত করতে কর্মস্থলে মৌলিক নীতি ও অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা এবং আইএলও'র আটটি মূল শ্রম সংক্রান্ত কনভেনশন বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা

করা হয়েছে। ফলে, এই মানদণ্ডে কর্মস্থলে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকার, শিশু ও জোরপূর্বক শ্রম দূরীকরণ, সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির বিষয়গুলোর প্রতিফলন ঘটেছে। এতে প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য অভিযোগ নিরসনের কৌশল সংক্রান্ত বিধান রাখার শর্ত রয়েছে। পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা (ইএইচএসজি) সংশ্লিষ্ট বিষয় অনুসরণ করে এতে পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত শর্ত যুক্ত করা হয়েছে।

- **ইএসএস৩: সম্পদ সামর্থ এবং দূষণ রোধ ও ব্যবস্থাপনার** ক্ষেত্রে ওপি৪.০৯ (কীট ব্যবস্থাপনা) মূল বিধিসমূহ অন্তর্ভুক্ত এবং জ্বালানি, পানি, কাঁচামাল ও অন্যান্য সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনার বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গ্রীনহাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নির্গমনের পরিমাণ হিসাব করা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দূষণ কমানোর বিকল্প বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়।

- **ইএসএস৪: কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা** কমিউনিটির ওপর প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই ইএসএস মান ওপি/বিপি৪.৩৭ (বাধের সুরক্ষা) সংক্রান্ত মূল বিধিগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, সেবা, শুল্ক ও ক্ষতিকর সামগ্রীর নকশা ও সুরক্ষামূলক বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছে। এতে নিরাপত্তারক্ষীদের কাজে লাগানোর শর্ত যুক্ত করা হয়েছে।

- **ইএসএস৫: ভূমি অধিগ্রহন, ভূমি ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন** জীবিকা পুনপ্রতিষ্ঠা বা উন্নয়নের জন্য প্রতিস্থাপন খরচে ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদানের মূল নীতিসহ ওপি/বিপি৪.১২ (অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন) মূল বিধি অনুসরণ করে। প্রকল্পের সুফল বন্টনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের জন্য একটি উন্নয়ন সুযোগ এবং উপায় অনুসন্ধানের গুরুত্ব হিসেবে পুনর্বাসনের বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ভূমিতে দখল থাকা সত্ত্বেও যাদের আইনগত অধিকার নেই তারা সহ ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সকলের ক্ষেত্রে এই মানদণ্ড বজায় রাখা হবে।

- **ইএসএস৬: জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায়** ওপি/বিপি৪.০৪ (প্রাকৃতিক আবাসস্থল) এবং ওপি/বিপি৪.৩৬ (বন) সংক্রান্ত মূল বিধিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার সেবা সহ জীববৈচিত্র্য, আবাসস্থল ধ্বংস, ক্ষতি ও আগ্রাসী বিদেশী প্রজাতির ওপর প্রকল্পের প্রভাব প্রশমনের লক্ষ্যে মূল্যায়ন ও পদক্ষেপ ঋণ গ্রহীতাকেই গ্রহন করতে হবে। এটি বন ও মৎস্য সম্পদের মতো সম্পদের টেকসই ব্যবহারের নীতিমালাও প্রতিষ্ঠা করবে।

- **ইএসএস৭: আদিবাসী সংক্রান্ত** মানদণ্ড ওপি/বিপি৪.১০ (আদিবাসী জনগোষ্ঠী) সংক্রান্ত মূল বিধিগুলো রক্ষা করে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে মূল সংজ্ঞাগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান ও অবাধ, প্রাধিকারযুক্ত ও অবহিত সম্মতির (এফপিআইসি) শর্ত যুক্ত করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা অধিকতর জোরদার করে। এটি প্রাচীন পন্থার একটি সম্ভাব্য ভিত্তি হিসেবে চারণবাদের স্বীকৃতি দেয় এবং স্বেচ্ছা বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীগুলোর জন্য বিধি যুক্ত করেছে।

- **ইএসএস৮: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য** সংক্রান্ত মানদণ্ড বিদ্যমান ওপি/বিপি৪.১১ (ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ) এর লক্ষ্যসমূহ পুনর্ব্যক্ত করে এবং প্রকল্পে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য অন্যান্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে সুযোগ খুঁজে মানিয়ে নেয়ার প্রয়োজন পড়ে এবং ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সঙ্গে পরামর্শ করা সুযোগ দেয়।

- **ইএসএস৯: আর্থিক মধ্যস্থতাকারী**। প্রকল্প ও অন্যান্য উপ-প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাবের মাত্রা ও আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর প্রকৃতি অনুসারে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে কাজ করার জন্যই আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন হয়।

- **ইএসএস১০: তথ্য প্রকাশ ও স্টেকহোল্ডার** সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত মান অর্থপূর্ণ পরামর্শ, তথ্য লাভ ও অভিযোগ নিরসনের সুযোগসহ স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের সম্পৃক্ততার সুযোগ সুদৃঢ় ও উন্নত করে। এটি প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলো সহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের এবং বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যে সংলাপের সুযোগ করে দেয়।

৮. প্রস্তাবিত পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো বিদ্যমান সুরক্ষা নীতিমালার স্থলাভিষিক্ত হবে। এতে রয়েছে সংশ্লিষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শর্তাবলী যা ব্যাপক ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার বাধ্যবাধকতাগুলোর পার্থক্য সুস্পষ্ট করে, সুরক্ষা নীতির ব্যবধান, অসামঞ্জস্যতা ও দ্বন্দ্ব দূর করে। উদ্ভূত পরিচালনগত অগ্রাধিকারগুলোর ক্ষেত্রে সাড়াদানের জন্য বিগত বছরগুলোতে এই নীতি গড়ে ওঠেছে। নীতিমালা বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যবোধ, গৃহীত নীতি, ঋণ গ্রহীতার শর্ত এবং বিদ্যমান সুরক্ষা নীতির বৈশিষ্ট্যসূচক বিস্তারিত প্রক্রিয়াগত বিভিন্ন দিকগুলোর জটিলতা এড়িয়ে যায়। গৃহীত হলে, এটি সিওয়াই ১৬-তে কার্যকর হবে বলে বিবেচিত এবং নিম্নলিখিত পরিচালনগত নীতি ও ব্যাংক কার্যবিধির স্থলাভিষিক্ত হবে: ওপি/বিপি ৪.০০, ওপি/বিপি ৪.০১, ওপি/বিপি ৪.০৪, ওপি/বিপি ৪.০৯, ওপি/বিপি ৪.১০, ওপি/বিপি ৪.১১, ওপি/বিপি ৪.১২, ওপি/বিপি ৪.৩৬ এবং ওপি/বিপি ৪.৩৭।

৯. বিশ্ব ব্যাংক মনে করে যে, টেকসই উন্নয়নের সাফল্য একটি প্রকল্পের উন্নয়ন ফলাফলের একটি অংশের সকল ব্যক্তির কার্যকর সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। তাই, বিশ্ব ব্যাংক উন্মুক্ত সংলাপ, অধিক গণমানুষের সঙ্গে পরামর্শ (প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে সহ), সময়মতো ও তথ্য লাভের পুরো সুযোগ এবং সাড়া প্রদানমূলক অভিযোগ নিরসনের কৌশলের বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ।

১০. এতে বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর দ্বিতীয় খসড়া সহ কোড উপস্থাপন করা হয়েছে। কোড এ বিষয়ে আলোচনা ও অনুমোদন দেয়ার পর, ব্যবস্থাপনা খসড়ার ব্যাপারে মতামত নেয়ার জন্য তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে আলোচনা শুরু করবে। কাঠামোতে চূড়ান্ত পর্যায়ে সংশোধনের জন্য এসব তথ্য ব্যবহার করা হবে যা অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিচালকদের কাছে উপস্থাপন করা হবে। আশা করা হচ্ছে, নতুন কাঠামো বাস্তবায়ন ২০১৬ সালে শুরু হবে।

১. ভূমিকা

১. বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে চরম দারিদ্র্য নিরসন এবং সব সহযোগী দেশে[১] একটি টেকসই উপায়ে সমৃদ্ধি লাভে সহায়তা করা। এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য, সম্পদের টেকসই ব্যবহারে সহায়তা প্রদান, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর অর্থনৈতিক বোঝা সীমাবদ্ধ করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে, বিশ্বব্যাংক বিনিয়োগ প্রকল্পের অর্থায়ন সংক্রান্ত একটি নতুন পরিবেশ এবং সামাজিক কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা নীতি হালনাগাদ করছে। ('ইএসএফ' বা কাঠামো,' সংযুক্তি ১ দেখুন)। এই পর্যালোচনা সদস্য দেশগুলো, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, অন্যান্য এমডিবি, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা অনুসরণ করছে।

২. এই খসড়ায় উন্নয়ন কার্যকারীতা সংক্রান্ত কমিটির (কোড) আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থায়ন করার ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি হালনাগাদ, আধুনিকায়নকৃত, এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় খসড়ায় প্রথম খসড়া প্রণীত হওয়ার পর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছে। এটি মানুষ ও পরিবেশের জন্য উন্নত সুরক্ষা, উন্নয়ন সুবিধা ভোগের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সুযোগ লাভের সুযোগ দিয়েছে এবং ঋণ গ্রহীতা দেশগুলোর সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের অংশীদারিত্ব এবং মানুষ ও পরিবেশের জন্য সুরক্ষা প্রদানে বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্ব শক্তিশালী করেছে। প্রস্তাবিত কাঠামোর লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থায়নকারীদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ধরনের পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো হিসেবে বিকশিত হওয়া। এটি একটি নতুন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে যার মাধ্যমে:

- শিশু, অক্ষমতা, লিঙ্গ, বয়স এবং যৌন, লিঙ্গ পরিচয় ও অভিব্যক্তি (সোগি) সংক্রান্ত বিধিমালা সহ বৈষম্যহীন শক্তিশালী নতুন নীতি সহ সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী সুরক্ষা;

- সামাজিক এবং পরিবেশগত ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন;

- অধিকতর ঝুঁকি সম্পৃক্ত প্রকল্প সংক্রান্ত সম্পদের ওপর গুরুত্ব আরোপ;

- নতুন উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ এবং ঋণ গ্রহীতার পরিবর্তনশীল চাহিদা বিবেচনা করে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার যুৎসই পদ্ধতি;

- সংঘ গঠন ও যৌথ দরকষাকষির স্বাধীনতা, অভিযোগ নিরসন কৌশল, বৈষম্যহীনতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং শিশু ও জোরপূর্বক শ্রম রোধ করন সহ শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য শ্রম বিধানগুলোর বিবরণ;

- ভারসাম্য আনয়নের সুযোগ না থাকলে, জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক বিষয় সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো বিবেচনা এবং অন্যান্য পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিধিমালা;

- সম্মতিপত্র তৈরীতে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ও প্রয়োজনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবাধ, অগ্রাধিকার ও অবহিত সম্মতি (এফপিআইসি) চালু করা; এবং

- প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে স্টেকহোল্ডারদের বাড়তি ও চলমান সম্পৃক্ততার শর্তাবলী।

৩. প্রস্তাবিত কাঠামোতে নতুন চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে সাড়াদানকালে বিশ্বব্যাংকের দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত মূল নীতিগুলো বজায় রয়েছে। কাঠামোর উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন ফলাফল অর্জন করতে সাহায্য করবে এমন বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের জন্য শক্তিশালী পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

---

[১] বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ স্ট্রাটেজি, পৃষ্ঠা দেখুন

(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16095/32824_ebook.pdf)

এই কাঠামো নিজেই টেকসই উন্নয়ন গ্যারান্টি হবে না, তবে সঠিক বাস্তবায়ন মান প্রয়োগ নিশ্চিত করবে, যা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি প্রদান করে এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলোর আওতার বাইরের কার্যক্রমের জন্য একটি অন্যতম নজির হিসেবে বিবেচিত।

৪. প্রস্তাবিত কাঠামো জনগোষ্ঠী ও পরিবেশের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল। ইএসএফ ব্যাপক ভিত্তিক পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যুগুলো (যেমন, বৈষম্যহীনতা, শ্রম সুরক্ষা, প্রাকৃতিক ও পরিবর্তিত আবাসস্থল, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য) নিয়ে কাজ করে এবং এইভাবে জনগোষ্ঠী ও পরিবেশের জন্য অধিকতর নিরাপত্তা দিতে সক্ষম।

৫. প্রস্তাবিত ইএসএফ ঋণ গ্রহীতাদের জন্য সুবিধাজনক। কাঠামো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত প্রকল্পের সীমানায় পুরো সময়ে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে দক্ষতা লাভ করতে সাহায্য করবে যা ঋণ গ্রহীতাদেরকে ভালভাবে প্রকল্প সংক্রান্ত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলার সুযোগ দেয়। ইএসএফ- এ বিদ্যমান বিস্তারিত বিবরণ বিশ্বব্যাংকের চাহিদাগুলো সম্পর্কে ঋণ গ্রহীতাদের সুস্পষ্ট তথ্য দেয়। এসব পরিবর্তন বিশ্বব্যাংকের বাস্তবায়ন সহায়তার পাশাপাশি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সুফল বয়ে আনবে। ইএসএফ ঋণ গ্রহীতার সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নেয়, কারণ, ব্যাংকের কাছে গ্রহনযোগ্য সময়সীমার মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহনের এবং কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা বিবেচনার সুযোগ দেয়। ঋণ গ্রহীতার কাঠামো ব্যবহার তাদের মধ্যে প্রকল্প মালিকানার বোধ সৃষ্টি করে এবং অধিকতর সম্পদ সাশ্রয় পদ্ধতিতে ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলার সুযোগ দেয়। সক্ষমতা গড়ে তোলার প্রয়োজন হলে, ঋণ গ্রহীতার কাঠামো মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হবে।

৬. স্টেকহোল্ডার ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মতামত থাকলে, বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতির পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণে সবচেয়ে বেশী সংবেদনশীল ও চ্যালেঞ্জিং বিষয়গুলোর সমাধান প্রয়োজন। প্রয়োজন অনুযায়ী এই কাঠামোতে নির্ধারিত প্রস্তাবগুলো বিশ্বব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের ও স্টেকহোল্ডারদের ভিন্ন মতামত ও চাহিদাগুলোর একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া তুলে ধরবে। এখানে উপস্থাপন করা বাস্তবসম্মত সমাধানগুলোতে প্রকল্প উন্নয়ন, বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা, অন্যান্য এমডিবিগুলোর[২] অভিজ্ঞতা এবং ঋণ গ্রহীতাদের কারিগরি ও আর্থিক সামর্থের বাস্তবতাগুলো বিবেচনা করা হয়েছে।

৭. কোড এর অনুমোদনের পর, বিশ্ব ব্যাংক তৃতীয় ও চূড়ান্ত প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তাবিত ইএসএফ সম্পর্কে শেয়ারহোল্ডারদের ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মতামত প্রকাশ করার জন্য একটি তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু করবে যা অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিচালকদের কাছে উপস্থাপন করা হবে। নতুন কাঠামো কর্মসূচি বাস্তবায়ন ২০১৬ সালে শুরু করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৮. এই ভূমিকার পর, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সুরক্ষা নীতি পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণে বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিভঙ্গির বিবরণ দেয়া হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে, দ্বিতীয় খসড়া কাঠামোর বিবরণ, স্টেকহোল্ডারদের মতামত নিয়ে আলোচনা এবং প্রথম খসড়ার সময় থেকে যেসব পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলোর তালিকা তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে শেয়ারহোল্ডার ও অংশীদারদের বিশেষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জটিল সব ধরণের উন্নয়ন সমস্যার সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে কাঠামো বাস্তবায়নের বিষয়ে বর্তমান চিন্তা-ভাবনার বর্ণনা এবং ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে পরবর্তী পদক্ষেপ ও পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার অবশিষ্ট পর্যায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সপ্তম অনুচ্ছেদে রয়েছে উপসংহার। বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালার একটি ধারাক্রম পরিশিষ্ট ১ -এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

---

[২] 'বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক সুরক্ষা পদ্ধতির তুলনামূলক পর্যালোচনা' অনলাইনে দেখুন:

http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/review-and-update-world-bank-safeguard-policies/en/phases/mdb_safeguard_comparison_main_report_and_annexes_may_2015.pdf.

৪. পর্যালোচনা পদ্ধতি ও আলোচনার ফলাফল

৯. নির্বাহী পরিচালক পর্ষদ ২০১২ সালের জুলাই মাসে পর্যালোচনার উদ্দেশ্য ও আওতার রূপরেখা সম্পর্কে একটি পদ্ধতি পত্র অনুমোদন করেছে। বিশ্বব্যাংক সারা বিশ্বের সব অঞ্চল থেকে ৪০ টির বেশি দেশের ২ হাজারের বেশী স্টেকহোল্ডাদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে অক্টোবর ২০১২ থেকে এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে আলোচনা করেছে। এই আলোচনায় বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতির সক্ষমতা ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করার ওপর এবং নীতিগতভাবে সুরক্ষা নীতি সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে অবহিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

১০. শেয়ারহোল্ডার ও অংশীদারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর একটি প্রথম খসড়া তৈরী করা হয়েছে এবং গত ৩০ জুলাই, ২০১৪ তারিখে কোড এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে। বিশ্ব ব্যাংক ৩১ জুলাই, ২০১৪ থেকে ১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় আলোচনা করেছে। এই আলোচনা ছিল এ যাবৎকালে বিশ্বব্যাংক বা অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহনে নীতি সংস্কারের সবচেয়ে বড় প্রয়াস। ঋণ গ্রহীতা ৫৪টি দেশসহ সব অঞ্চলের ৬৫টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নিয়েছে। সরকার, আদিবাসী নেতা ও প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে থেকে ১৩০ টিরও বেশি অবস্থানমূলক কাগজপত্র গৃহীত হয়েছে। পরামর্শমূলক বৈঠকে যোগদানকারী স্টেকহোল্ডারের মধ্যে রয়েছে সরকার, এডভোকেসি বা সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সুশীল সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধি, জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ, বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদার; বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি; উন্নয়ন-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও ফাউন্ডেশন, একাডেমিক ও প্রয়োগিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান; পেশাদারী সংস্থা এবং সোসাইটি; শ্রম সংগঠন; এবং আদিবাসীদের নেতা ও প্রতিনিধি। তারা মুখোমুখী আলোচনা, অডিও এবং ভিডিও কনফারেন্স, বিশেষজ্ঞ ফোকাস গ্রুপের আলোচনা এবং একটি ওয়েবসাইটে[৩] অনলাইনে মতামত প্রদান করেছেন। আলোচনা প্রক্রিয়ায় কাঠামোর প্রথম খসড়া বিশেষ করে এটির কার্যকারিতা জোরদার করবে এমন প্রধান পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১১. বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আলোচনায় বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ নির্দেশিকা এবং আন্তর্জাতিক পরামর্শমূলক অনুসরনীয় রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। ২০১৪/১৫ আলোচনা প্রচেষ্টার শুরুতে যৌক্তিক ভুলত্রুটিগুলো সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে নিয়ে সংশোধন করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারের মতামত প্রস্তুত ও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার জন্য তাদের যথেষ্ট সময় ছিল, তা নিশ্চিত করার জন্য আলোচনা করার পর্যায় প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত ৫ মাসের স্থলে ৭ মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সভা অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গেই আলোচনা সভার সময়সূচি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা সভার ২-৩ সপ্তাহ আগেই নোটিশ পেয়েছে।

---

[৩] http://consultations.worldbank.org/consultation/review-and-update-world-bank-safeguard-policies. ব্যবস্থাপনা সাড়া সংক্রান্ত আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ জনার জন্য সংযুক্তি ৩ দেখুন।

[৪] http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/documents/world_bank_consultation_guidelines_oct_2013_0.pdf

স্টেকহোল্ডারের যারা আমন্ত্রণপত্র পাননি, তারা আলোচনা সভায় যোগ দেয়ার জন্য অনলাইনে নিবন্ধন করতে পেরেছেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলোচনার স্থানগুলোতে আসার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। আলোচনা সংক্রান্ত সকল নথিপত্র নয়টি ভাষায় পাওয়ার সুবিধা ছিল। প্রয়োজনে, সাইন ভাষায় দোভাষী সহ ব্রেইল উপকরণের মাধ্যমে আলোচনার কপি সরবরাহ করা হয়। বিশ্বব্যাংক গ্রামীণ লোকজন ও প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী সহ স্টেকহোল্ডারদের কাছে পৌঁছাতে একটি বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহন করেছিল।

১২. আলোচনা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য, সব আলোচনা অনুষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটটি স্টেকহোল্ডারদের লিখিত মতামত প্রকাশ করার জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত সারসংক্ষেপে আলোচনার সভার প্রাণবন্ত ভাবটি পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি। এতে কেবল অংশগ্রহনকারীদের মূল আকাঙ্খা, উদ্বেগ ও সুপারিশগুলো প্রতিফলিত হয়েছে। আলোচনার ফলাফলে ভিন্ন ভিন্ন এমনকি কখনও কখনও দ্বন্দ্বমূলক মতামত প্রতিফলিত হয়েছে যা বিশ্বব্যাংক বিবেচনার জন্য গ্রহন করেছে।

১৩. শেয়ারহোল্ডার ও স্টেকহোল্ডারদের মতামতে ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রায় ২,৫০০ পৃষ্ঠার প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রাপ্ত ব্যাপক প্রতিক্রিয়া যত্নের সঙ্গে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছে। সামগ্রিকভাবে, শেয়ারহোল্ডার ও অংশীদাররা একমত হয়েছে যে, বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালা আপডেট করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রস্তাবিত কাঠামো কর্মসূচির গঠন উপযুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। প্রস্তাবিত মানদণ্ড ও জটিল সামগ্রিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষগুলো এই কার্যবিধির তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪. কাঠামোর দ্বিতীয় খসড়া সম্পর্কিত অভ্যন্তরীন আলোচনায় নির্বাহী পরিচালক পর্ষদ এবং সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মী, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ এবং আইনি বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। অভ্যন্তরীন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে :

* সামাজিক নগর ভিত্তিক, গ্রামীণ ও স্থিতিস্থাপকতা, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত বৈশ্বিক রীতি অনুসরন, সেইসাথে জলবায়ু পরিবর্তন এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাধান সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা;

* বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র কর্মীদের অভ্যন্তরীণ কমিটি;

---

৫ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতির তালিকাসহ আলোচনার প্রক্রিয়ার বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের কাছে পাঠানো চিঠি দেখতে চাইলে দেখুন:- http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultations_letter_11.25.14_final.pdf. বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিক্রিয়া জানতে দেখুন: http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/wbresponse_hrights.pdf.

* সিনিয়র টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ ও টাস্ক টিম নিয়ে অভ্যন্তরীণ পথ-পরীক্ষা;

* বিভিন্ন বিষয় যেমন আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক এবং তাদের পরামর্শদাতাদের ব্রিফ করা এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করা;

* প্রতিটি প্রস্তাবিত ইএসএস সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ, খসড়া নীতিমালা, এবং কাঠামোর রূপরেখা, বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মী।

---

[৬] আরবী, বাহাসা ইন্দোনেশিয়া, চীনা, ইংরেজি, ফরাসী, পর্তুগীজ, রুশ, স্পেনিশ ও ভিয়েতনামের ভাষা।

৩. বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের জন্য মান বৃদ্ধিঃ প্রস্তাবিত পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো

১৫. পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল নীতিগুলো ও পরীক্ষিত সুরক্ষা অপরিবর্তিত রেখে বর্তমান সুরক্ষা বিধানসমূহ সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করা। হালনাগাদকৃত কাঠামোতে রয়েছে:

* সুরক্ষা নীতির প্রধান মূল্যবোধ সংরক্ষণের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোতে টেকসই উন্নয়ন ফলাফল এবং সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা অর্জনের জন্য মান নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্ব।

* কীট-পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, বাঁধ নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংক্রান্ত বিধান সহ সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় লোকজন, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং পরিবেশের জন্য বিশেষ সুরক্ষা।

* সামাজিক এবং পরিবেশগত ঝুঁকিসমূহের মূল্যায়ন। বিদ্যমান ওপি/বিপি ৪.০১ (পরিবেশগত মূল্যায়ন) এর বিধানাবলী নতুন কাঠামোতে সংরক্ষিত থাকবে, সেইসাথে বিশ্বব্যাংকের পদ্ধতিগত অপারেশনস রিস্ক-রেটিং টুল (সর্ট-বিস্তারিত জানার জন্য বক্স ১ দেখুন) এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি নতুন ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং মনিটরিং ও বাস্তবায়ন সহায়তা যুক্ত হবে।

বক্স ১: আদর্শ অপারেশনস রিস্ক রেটিং টুল (সর্ট)[৭]

সব ধরণের পরিচালন ব্যবস্থা ও কান্ট্রি প্রোগ্রামে ঝুঁকি মূল্যায়ন ও তদারকির জন্য অব্যাহতভাবে বিশ্বব্যাংকের কাজে সহায়তা দিতে আদর্শ অপারেশনস রিস্ক রেটিং টুল (সর্ট) প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি উন্নয়নের ফলাফল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গ্রাহক দেশগুলোকে আরো কার্যকরভাবে সহায়তা দিতে ব্যাংককে সুযোগ করে দিবে।

সর্ট প্রক্রিয়ায় বিবেচিত ঝুঁকিগুলোর মধ্যে পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত উন্নয়ন ফলাফলের ঝুঁকিগুলোও রয়েছে। যেমন ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত কর্মসূচির ফলে কাঙ্খিত ফলাফল (ইতিবাচক) অর্জিত না হওয়ার ঝুঁকি এবং ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত কর্মসূচির ফলে সৃষ্ট অনাকাঙ্খিত (নেতিবাচক) ঝুঁকি। একটি বৃহত্তর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মধ্যে পরিচালনাগত ঝুঁকিগুলোর যথার্থ ব্যবস্থাপনা এবং সম্ভব হলে, সেগুলো লাঘব করার কাজে গ্রহীতাকে সহায়তার জন্য সর্ট প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে।

এর লক্ষ্য হচ্ছে সেইসব ঝুঁকি চিহ্নিত করা যেখানে কোনো বিবেচনাধীন কোন কর্মসূচিতে বা দেশের, অঞ্চলের, বৈশ্বিক অনুশীলন বা সার্বিক কোন সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা মনোযোগ ও সম্পদ নিয়োজিত করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

সর্ট কাঠামোতে নয়টি ক্যাটাগরির ঝুঁকি সংক্রান্ত একটি সহজ ম্যাট্রিক্স এবং সেইসঙ্গে একটি সার্বিক ঝুঁকি মূল্যায়ন ব্যবস্থা রয়েছে। এই মূল্যায়নে ঝুঁকি বাস্তব রূপ লাভের সম্ভাবনা এবং সেইসাথে কাঙ্খিত ফলাফলের ওপর এগুলোর প্রতিকুল প্রভাব উভয়ই বিবেচনা করা হয়।

[৭]সর্ট বিষয়ে অভ্যন্তরীন দিকনির্দেশনা জানতে দেখুন:

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SORT_Guidance_Note_11_7_14.pdf.

১৬. প্রস্তাবিত কাঠামো চায় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মান ও গতি বৃদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণ ও তদারকি জোরদার হবে। বেশ কিছু নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জিত হবে:

* সুষম পদ্ধতি: বিশ্বব্যাংকের মালিক ১৮৮ দেশের ভৌগলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং উন্নয়নমূলক অবস্থা ও সম্পদ বিবেচনায় ব্যাপক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যুতে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের মাধ্যমে তা প্রতিফলিত হয়। প্রস্তাবিত ইএসএফ বিশ্বব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের ভিন্ন অবস্থানের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য আনার প্রয়াসের প্রতিফলন। অন্যদিকে, এটি আরেকটি উদ্যোগের পরিচায়ক যা বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য শক্তিশালী পরিবেশগত ও সামাজিক মান নির্ধারণ করে এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সংবেদনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। একই সময়ে, প্রস্তাবিত কাঠামো বিদ্যমান সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য এমডিবি'র নিজস্ব পরিবেশগত ও সামাজিক অবকাঠামোর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত।

- **ব্যাপক পরিধি:** ইএসএফ প্রকল্প মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নে একটি উদ্যোগ গ্রহন করে যা পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং সেইসাথে প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উদার। এটি তথ্য প্রকাশ, স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা ও অভিযোগ প্রতিকার করার বিষয়ে বাড়তি গুরুত্ব দেয় এবং মনে করে যে, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সার্বিক উন্নয়নের ভিত্তি।

- **ফলাফল-ভিত্তিক পদ্ধতি:** প্রস্তাবিত ফলাফল-ভিত্তিক পদ্ধতি প্রকল্প ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন ব্যবস্থাপনার সুযোগ দেয়। এটি অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রকল্পগুলোতে সমন্বয় সাধনে বিশ্বব্যাংকের সামর্থ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে এবং সম্ভাব্য প্রকল্পের আইনগত পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করবে। বিশ্বব্যাংকের নির্বাচিত প্রকল্পগুলোর অভ্যন্তরীণ ও বাইরের উভয় মূল্যায়নের ক্ষেত্রেই বিদ্যমান সুরক্ষা মডেলের কারণে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতায় ঘাটতির ইঙ্গিত দিয়েছে; যে কারণে ঝুঁকি মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে আরো বেশী ব্যয় করতে হবে। কখনও কখনও বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পগুলোর দ্বারা লোকজন ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা মূল্যায়ন এবং প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ ও তদারকিতে অপর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া হয়। ইএসএফ এই সমস্যার সমাধানে : (১) ফলাফল ভিত্তিক একটি পদ্ধতি গ্রহন করেছে যাতে ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সমানুপাতিকভাবে প্রকল্পের নজরদারি করতে বিশ্বব্যাংকের কর্মীদের প্রয়োজন হয়; (২) সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করার ভিত্তিতে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো সম্পর্কে অব্যাহতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগ রাখে; এবং (৩) একটি সংশোধিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন করে যেখানে আইনগত চুক্তি বা পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা (ইএসসিপি) অনুযায়ী একটি নির্ধারিত সময়ে ঋণ গ্রহীতার পক্ষে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে।

- **সম্পদ-সক্ষমতা, ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি:** প্রস্তাবিত ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন করার সুযোগ দেয়, যার মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতার সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব। এটি হচ্ছে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর গুরুত্ব অনুসারে পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নে একটি সম্পদ-সক্ষমতা পদ্ধতি। ইএসএফ অনুযায়ী বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পগুলোর একটি ব্যাপক ঝুঁকি-ভিত্তিক শ্রেণীকরণ এবং কর্মীদের সম্পদ বরাদ্দ করতে একটি ঝুঁকি ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। প্রকল্পের পুরো মেয়াদকালে যথাযথ উপায়ে প্রকল্পের জন্য ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ পর্যালোচনা করা হবে। ইএসএফ হচ্ছে গ্রাহক ভিত্তিক একটি পদ্ধতি। এতে প্রকল্প মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সকল শ্রেনীর জন্য উপযুক্ত বলে কোন 'একটি আকার' নেই। এতে প্রকল্পের প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি ঋণ গ্রহীতাদের কারিগরী ও আর্থিক বিষয় বিবেচনা করে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো নির্ধারণ করতে হয়।

- **সমন্বিত পদ্ধতি:** ইএসএফ চায় যে, পরিবেশগত, সামাজিক এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইস্যুগুলো একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে বিবেচনা করা হবে কারণ এগুলোর মধ্যে প্রায়শ:ই একটি আন্ত:সম্পর্ক থাকে।

- **ভূমিকা ও দায়িত্বশীলতা সংক্রান্ত ব্যাপকতর স্বচ্ছতা:** ইএসএফ বিদ্যমান পরিচালনাগত নীতিসমূহ (ওপি) এবং ব্যাংক কার্যবিধির (বিপি) তুলনায় বিশ্ব ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার ভূমিকার পার্থক্য সম্পর্কে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রদান করে। বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা ও দায়িত্বশীলতার বিষয়টি পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি (ইএসপি) এবং পরিবেশগত ও সামাজিক

কার্যবিধিতে (ইএসপিপি) বর্ণিত হয়েছে যাতে বিশ্বব্যাংকের প্রক্রিয়া ও কাঠামোর মধ্যে ইএসপি কার্যকর করার উপায় সংক্রান্ত রূপরেখা রয়েছে। দশটি পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড (ইএসএসএস) ঋণ গ্রহীতার শর্তাবলী নির্ধারণ করেছে।

- **সক্ষমতা গড়ে তোলা:** পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নির্ধারণ এবং পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ঋণ গ্রহীতা দেশসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সামর্থ গড়ে তুলার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া এবং ঋণ গ্রহীতার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা। এটা ঋণ গ্রহীতাদের পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর ব্যবধান বিশ্লেষণ এবং অভিযোজনমূলক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়নে উপর ভিত্তি করে অগ্রাধিকার কার্যক্রম চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাদের সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের কাজ করার সুযোগ করে দেয়।

- **দায়বদ্ধতা:** প্রস্তাবিত কাঠামো কর্মসূচিতে রয়েছে প্রকল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রকল্প পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকারের জন্য বাড়তি ব্যবস্থা। এটি হচ্ছে ঋণ গ্রহীতার দিক থেকে জবাবদিহিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত বিষয়।

- **সঙ্গতিসাধন:** ইএসএফ বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তগুলোর সঙ্গে আইএফসি ও মিগা'র শর্তগুলোর একটি কার্যকর সামঞ্জস্য বিধান করেছে যা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে যৌথ-অর্থায়নের সুযোগ দিবে। আইএফসির পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রস্তাবিত ইএসএসএস এর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। এগুলোতে উভয় প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ম্যান্ডেট প্রতিফলিত হয়। বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের প্রতিষ্ঠানগুলোর শর্তগুলো সংশ্লিষ্ট কাঠামো ও ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। ইএসএফ অন্যান্য এমডিবি ও প্রতিষ্ঠানের শর্তাবলীর সঙ্গে অধিকতর সংগতিপূর্ণ যারা সুষম নীতি প্রয়োগ করে থাকে। তাই, এই যৌথ-অর্থায়ন পরিস্থিতিতে, ভিন্ন ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের প্রায় অভিন্ন শর্তাবলী পূরণ করা ঋণ গ্রহীতাদের জন্য সহজ হবে।

১৭. প্রস্তাবিত ইএসএফ বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতির ভিত্তিতে প্রণীত ও এটিকে শক্তিশালী করে এবং এটির লক্ষ্য হচ্ছে সরকারি খাতে বিনিয়োগ ঋণ প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থায়নকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর পরিবেশ ও সামাজিক কাঠামো হিসেবে কাজ কর। এই কাঠামো গ্রহন করার ফলে টেকসই উন্নয়নের অর্থায়নে অন্যতম নেতা হিসাবে বিশ্বব্যাংকের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করা এবং বিদ্যমান অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো ও নতুন উঠতি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনে সহায়ক হবে।

১৮. প্রস্তাবিত ইএসএফ এ রয়েছে ঋণ গ্রহীতাদের (সংযুক্তি ১ দেখুন) জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক রূপরেখা, পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি এবং পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড। এটি ওপি/বিপি৪.০০ (ব্যাংক-সমর্থিত প্রকল্পগুলোতে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ইস্যুগুলোর সমাধানে ঋণ গ্রহীতাদের পদ্ধতি ব্যবহার করা), ওপি/বিপি ৪.০১ (পরিবেশগত মূল্যায়ন), ওপি/বিপি৪.০৪ (প্রাকৃতিক আবাসভূমি), ওপি৪.০৯ (পেস্ট ম্যানেজমেন্ট), ওপি/বিপি৪.১০ (আদিবাসী জনগোষ্ঠী), ওপি/বিপি৪.১১ (ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ), ওপি/বিপি৪.১২ (অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন), ওপি/বিপি৪.৩৬ (বন) এবং ওপি/বিপি৪. ৩৭ (বাঁধ নিরাপত্তা) পদ্ধতির স্থলাভিষিক্ত হবে। বিদ্যমান নথিগুলোর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং যথাযথ বিবেচিত হলে তা ইএসএফ-এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইএসএফ বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগ প্রকল্পের অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরিবেশগত ও সামাজিক কারণগুলো বিবেচনার জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ভিত্তিক বিধিমালা যেমন, ফলাফল ভিত্তিক কর্মসূচি (পিফরআর) এবং উন্নয়ন নীতি অর্থায়ন (ডিপিএফ) সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ভিত্তিক পরিচালন শর্তাবলীতে কার্যকর থাকবে।

১৯. নীতি ও কার্যবিধি কাঠামোর (পিএন্ডপিএফ) সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য এসব লিখিত নথিপত্র রাখা হয়েছে। সার্বিকভাবে ইএসএফ এ কোড-এ একটি প্রত্যাশিত রূপরেখা এবং কাঠামোর (ঋণ গ্রহীতাদের জন্য নীতি, পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড, কার্যবিধি; কাঠামোর গঠন সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত বিবরণের জন্য চিত্র ১ এবং বিশ্বব্যাংকের দায়িত্ব ও ঋণগ্রহীতার দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে টেবিল ১ দেখুন) বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। খসড়া নীতি এবং মানদণ্ড নির্ধারণ পদ্ধতিতে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তাবিত মানদণ্ডের মূলনীতির উল্লেখ রয়েছে। বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কিছু বিস্তারিত বিবরণ ও সময়সীমা সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলী যা পূরণ করা প্রয়োজন সেগুলো কার্যবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের কর্মীদের এবং ঋণ গ্রহীতাদের জন্য বিশেষ প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কিত নির্দেশনা ও উপদেশ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

---

[৮] এই পর্যালোচনায় ওপি৪.০৩ (বেসরকারি খাতের কর্মকাণ্ডের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড); ওপি৭.৫০ (আন্তর্জাতিক নৌপথ সংক্রান্ত প্রকল্প); এবং ওপি৭.৬০ (বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ডে প্রকল্পসমূহ) পদ্ধতিতে কোন প্রভাব ফেলবে না;

টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি রূপরেখা

	টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি রূপরেখা			প্রত্যাশামূলক
প্রকল্প পর্যায়	বিশ্ব ব্যাংকের দায়িত্বশীলতা (বাধ্যতামূলক)	পর্যালোচনা ও যথাযথ পদক্ষেপ	ঋণ গ্রহীতার দায়িত্বশীলতা (বাধ্যতামূলক)	বাধ্যতামূলক
	পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি	আইনগত চুক্তি ও অঙ্গীকার পরিকল্পনা	পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ১-১০	
	পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যবিধি			
		মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন		
	বাস্তবায়ন দিকনির্দেশনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি		পরামর্শমূলক নোট, কেস স্টাডিজ, অন্যান্য পদ্ধতি	বাধ্যতামূলক নয়

চিত্র ১. কাঠামোর প্রস্তাবিত গঠন

২০. বর্তমান সুরক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে, প্রস্তাবিত ইএসএফ সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলোর উল্লেখ করেনি। ব্যবস্থাপনা মনে করে যে, বিশ্ব ব্যাংকের ও ঋণ গ্রহীতা উভয়ের জন্য ইএসএফ প্রতিপালন করা হতে হবে স্বপ্রণোদিত এবং এ বিষয়টি বিচার করার জন্য বাইরের উৎস থেকে রেফারেন্স নেয়ার প্রয়োজন নেই। যেহেতু বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব নীতি ও কার্যপদ্ধতি প্রতিপালনের বিষয়টি নির্ধারণের জন্য একটি জবাবদিহিতা ব্যবস্থা রয়েছে, তাই, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এসব চুক্তির বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন করছে কিনা তা স্থির করার জন্য তারা একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নয়। এ বিষয়টি বিচারের ভার চুক্তি সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিজস্ব শাসন ব্যবস্থায় বিদ্যমান বা অন্যান্য ট্রাইবুনালের[৯] ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বব্যাংকের প্রায় সার্বজনিন সদস্যপদ লাভ এবং অনুসমর্থন, পুনর্বিবেচনা এবং ব্যাখ্যার ভিন্নতা বিবেচনায়, বিশ্বব্যাংক তার ঋণ গ্রহীতাদের ওপর আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন তদারকি বা আরোপ করতে পারে না।

---

[৯] যেমন, আইএলও'র কনভেনশনের সঙ্গে কোন কিছু প্রতিপালন করা না হলে তা প্রতিকারের সরাসরি যোগ্যতা ও কর্তৃত্ব আইএলও'র রয়েছে।

২১. এসব সীমাবদ্ধতা বিবৃত রয়েছে বলে, ঋণ গ্রহীতার মূল্যায়ন এবং ব্যাংকের যথাযথ পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রকল্পের জন্য সরাসরি প্রযোজ্য[১০] আন্তর্জাতিক বিধানগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে কিনা তা ইএসএফ পদ্ধতিতে প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে, যেহেতু ওপি৪.০১ শুধুমাত্র "পরিবেশগত চুক্তিসমূহ" প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ইএসএফ পরিবেশগত বিষয়গুলোর বাইরের চুক্তিগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে যা প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য। এছাড়াও, ইএসএফ দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সহায়তা নিবে যাতে প্রধান আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ এবং অন্যান্য দলিলের উল্লেখ রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক দলিলাদিতে কোন পরিবর্তন ঘটলে তা হালনাগাদ করা যেতে পারে।

ছক ১. বিশ্বব্যাংকের দায়িত্ব ও ঋণ গ্রহীতার দায়িত্ব

বিশ্বব্যাংকের দায়িত্ব[১১]	ঋণ গ্রহীতার দায়িত্ব[১২]
প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবের ধরণ ও সম্ভাবনাময় তাৎপর্য অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন ছাড়াও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী প্রণয়ন এবং স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
যখন যেখানে প্রয়োজন, সেখানে স্টেকহোল্ডার বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অবিলম্বে ও অব্যাহতভাবে সম্পৃক্ত থেকে ফলপ্রসূ আলোচনা চালিয়ে যাওয়া এবং প্রকল্প ভিত্তিক অভিযোগ প্রতিকার কৌশল প্রয়োগ করা।	ইএসএস১০ অনুযায়ী স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা এবং যথাযথ তথ্য প্রকাশ করা।
সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার যথাযথ পদ্ধতি ও উপায় চিহ্নিতকরণে ঋণ গ্রহীতাকে সহায়তা প্রদান।	পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা (ইএসসিপি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
ব্যাংক যে সব শর্তে একটি প্রকল্পে সহায়তা দিতে প্রস্তুত সে বিষয়ে ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে একমত হওয়া (যা ইএসসিপি-তে নির্ধারণ করা হয়েছে)।	ইএসএস এর প্রেক্ষিতে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক পারফরমেন্স সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং।
ইএসসিপি ও ইএসএস এর প্রেক্ষিতে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক পারফরমেন্স পর্যবেক্ষণ।	

ক. টেকসই উন্নয়নের রূপরেখা

২২. এই রূপরেখা আইপিএফ এর জন্য শক্তিশালী মানদণ্ড নির্ধারণে বিশ্ব ব্যাংকের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে যা বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোতে টেকসই উন্নয়ন ফলাফল লাভের সক্ষমতা এনে দেয়। রূপরেখা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দৃঢ় সম্মিলিত পদক্ষেপ সহ পরিবেশগত টেকসই সক্ষমতা অর্জনে বিশ্ব ব্যাংকের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এটি স্বীকার করে যে, বিশ্বব্যাংকের সকল উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য সামাজিক উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব ব্যাংকের জন্য অন্তর্ভুক্তি মানে হচ্ছে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং প্রক্রিয়া থেকে উপকার লাভ করার লক্ষ্যে সব মানুষের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে যারা প্রায়শ:ই বাদ পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করা। এই রূপরেখা আরো গুরুত্ব আরোপ করে যে, বিশ্বব্যাংক সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে অভিন্ন মত পোষণ করে এবং এসব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ঋণ গ্রহীতাদের সাহায্য করে।

---

[১০] ইএসএস১ দেখুন, অনুচ্ছেদ ২৪: পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নে 'বিবেচনা করা হবে ..---------- দেশের বাধ্যবাধকতাসমূহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর অধীনে প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রযোজ্য।'

[১১] আরো বিস্তারিত জানার জন্য, পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি ও কার্যবিধি দেখুন।

[১২] আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, পরিবেশগত ও সামাজিক মান, যাতে মান-ভিত্তিক পরিকল্পনা ও রিপোর্টিং শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উন্নয়ন কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য, বিশ্বব্যাংক তাদের আর্টিকেল অব এগ্রিমেন্টের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে চায়, যাতে ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পগুলো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এই ধরণের উদ্যোগ সমর্থন লাভ করে।

খ. বিশ্বব্যাংকের জন্য আবশ্যকতা: বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি (ইএসপি)

২৩. প্রস্তাবিত নীতি ব্যাখ্যা প্রদান করে ও বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা ও দায়িত্ব একটি জায়গায় একীভূত করে যা পূর্বে আটটি ভিন্ন পরিচালন নীতি ও কার্যবিধিতে নির্ধারণ করা হয়েছিল। বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংকের বাধ্যতামূলক পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তগুলো ইএসপি নির্ধারণ করে। এটি বিশ্ব ব্যাংকের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তগুলোর মূলনীতি বর্ণনা দেয় এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ তথ্য প্রদান করে যা বিশ্ব ব্যাংক তাদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য বিবেচনা করবে। এর ফলে ঋণ গ্রহীতাকে এমনভাবে প্রকল্পের কাঠামো প্রণয়ন করতে হয় যাতে এগুলো বিশ্ব ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতি ও সময়সীমা অনুযায়ী ইএসএসএস শর্তগুলো পূরণ করতে পারে। এতে ঋণ গ্রহীতাদের কারিগরী ও আর্থিক সীমাবদ্ধতাগুলো বিবেচনা করা হয়। এতে বলা হয়েছে, বিশ্ব ব্যাংক যথাযথ পদ্ধতি এবং গ্রহণযোগ্য সময়সীমা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করবে। সামঞ্জস্যতা বৃদ্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে এই নীতিমালা একটি ঝুঁকি-ভিত্তিক শ্রেণীকরণ পদ্ধতি চালু করেছে।

২৪. একটি প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে প্রকল্পের প্রস্তুতি ও প্রতিপালন কাজে সুবিধা প্রদানের জন্য, বিশ্বব্যাংক ও ঋণগ্রহীতা একটি পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা (ইএসসিপি) সম্পর্কে একমত হবে। ইএসসিপি প্রকল্পের অঙ্গীকার এবং অর্থায়ন চুক্তির (আরো বিস্তারিত জানার জন্য বক্স ২ দেখুন) অংশ বিশেষ নির্ধারণ করে। এটি আইএফসি সহ অন্যান্য উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়ন চুক্তিগুলোতে বিদ্যমান আরো কিছু অভিন্ন প্রয়োজনীয় চুক্তিপত্রের ধরণ সহ, প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে ইএসএস দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমে কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান করে।

বক্স ২. পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা (ইএসসিপি)

- বিশ্ব ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে আইনগত চুক্তির অংশ হিসাবে একটি বাধ্যবাধকতা দলিল প্রণয়ন।
- ইএসএস পদ্ধতি প্রতিপালন ও সময়সীমা অনুসরণ করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় একটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বাস্তব সম্মত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং দৃড়করণ, যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।
- পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন, বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক যথাযথ পদক্ষেপ এবং অংশীদারদের সাথে সম্পৃক্ততার ফলাফলগুলো বিবেচনায় নেয়া।
- প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণের জন্য ভিত্তি গঠন।
- ইএসএস প্রতিপালনের শর্ত পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরীর উপায় ও সংখ্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ।
- ব্যবহার করার যোগ্য জাতীয় পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন দিকগুলো নির্ধারণ করা, যদি থাকে।

২৫. সংশ্লিষ্ট ইএসপি সংক্রান্ত আলোচনার প্রতিক্রিয়া, প্রথমত ও সর্বাগ্রে, ঋণ গ্রহীতার কাঠামো ব্যবহারের জন্য বিধিমালা, আদিবাসী লোকজনের জন্য বিধিমালা এবং উপ-প্রকল্পগুলোর জন্য ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ। প্রাপ্ত মতামত সযত্নে বিশ্লেষণের পর, নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো করা হয়েছে:

- বিশ্ব ব্যাংকের বিবেচনার ভিত্তিতে ঋণ গ্রহীতার কাঠামো ব্যবহার করা হবে। এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে ঋণ গ্রহীতার কাঠামো ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত বিধানগুলো সংশোধন করা হয়েছে। এগুলো ইএসএস এর সঙ্গে বাস্তবিক সামঞ্জস্যসতা বজায় রেখে উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য প্রকল্পটিকে সক্ষম করে তুলবে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য যেখানে বিশ্বব্যাংক এই ধরনের ব্যবহার বিবেচনা করতে সম্মত হয়েছে, সেখানেও বিশ্বব্যাংক সংশ্লিষ্ট কাঠামো পর্যালোচনা করবে।

- প্রস্তাবিত একটি 'বিকল্প উদ্যোগ', আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানদণ্ড (ইএসএস৭) সংক্রান্ত খসড়ায় উল্লেখিত দফাটি মুছে ফেলা হয়েছে। ইএসএ৭ এর প্রযোজ্যতা নির্ণয় সংক্রান্ত বাক্যটি জোরদার করা হয়েছে: আদিবাসীদের চিহ্নিত করা হলে, বিশ্ব ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আদিবাসী ও ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে পরামর্শ করবে। বিশ্ব ব্যাংকের জন্য যে ধরণটি নিশ্চিত করতে হবে তা হচ্ছে, আদিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা অর্থবহ ও জোরদার করা হয়েছে কিনা। ইএসপি সংক্রান্ত প্রথম খসড়ার মতো নয়, বরং বিশ্বব্যাংক এখন অর্থপূর্ণ আলোচনার ফলাফল নিশ্চিত করতে চায় এবং এটি প্রকল্পের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে কিনা সে বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহনে অবদান রাখবে।

- সরাসরি অর্থায়নপুষ্ট বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পগুলোর অন্যান্য অংশ উপপ্রকল্পগুলোর জন্য শর্তাবলী বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাংক ইএসএস (প্রথম খসড়া) অনুযায়ী উচ্চ ঝুঁকির উপপ্রকল্পগুলোর জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য ঋণ গ্রহীতাকে দায়িত্ব দিবে। এছাড়া, বড় ধরণের, মাঝারি ও কম ঝুঁকি সম্পন্ন উপপ্রকল্পগুলোর জন্য জাতীয় আইন এবং ইএসএস সংশ্লিষ্ট অন্য কোন শর্ত অনুযায়ী ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে, যেখানে বিশ্বব্যাংক উপপ্রকল্পের ক্ষেত্রে (দ্বিতীয় খসড়া) প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করবে। উপপ্রকল্পের ঝুঁকি শ্রেণিকরণে যদি সেটি উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইস্যুর সমাধানের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে সম্মতির ভিত্তিতে ইএসএস পদ্ধতির সংশ্লিষ্ট অংশ প্রয়োগ করতে হবে। বড় ধরণের, মাঝারি ও কম ঝুঁকি সম্পন্ন উপপ্রকল্পগুলোর জন্য এসব শর্ত ইএসএফ সংক্রান্ত প্রথম খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

গ. বিশ্বব্যাংকের জন্য শর্ত: পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যবিধি (ইএসপিপি)[১৩]

২৬. ইএসপিপি নীতি প্রয়োগের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের কর্মচারীদের জন্য ব্যবস্থাপনার নির্দেশাবলী প্রদান করে। এগুলো বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ইএসপিপি নিশ্চিত করতে চায় যে, আইপিএফ পোর্টফোলিওতে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সহায়তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ইএসপিপি বিভিন্ন বাস্তবায়ন ইস্যুর সমাধান করবে যেমন, ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা সম্পন্ন করার সময় নির্ধারণ,

---

[১৩]সংযুক্তি ২ দেখুন।

ঝুঁকি শ্রেণী বিভাগকরণ, প্রভাব প্রশমন অনুক্রম, ঋণ গ্রহীতার কাঠামো মূল্যায়ন, কারিগরী ও আর্থিক সম্ভাব্যতা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, জবাবদিহিতা, ভূমিকা ও দায়িত্ব এবং ইএসএফ কার্যকরভাবে প্রয়োগের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী।

গ. ঋণ গ্রহীতাদের জন্য শর্ত: পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড (ইএসএসএস)

২৭. পরিবেশগত ও সামাজিক মান (ইএসএসএস) পদ্ধতিতে আইপিএফ -এ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ঋণ গ্রহীতাদের জন্য শর্ত রয়েছে। ওপি/বিপি৪.০০, ওপি/বিপি৪.০১, ওপি/বিপি৪.০৪, ওপি৪.০৯, ওপি/বিপি ৪.১০, ওপি/বিপি ৪.১১, ওপি/বিপি৪.১২, ওপি/বিপি৪ .৩৬ এবং ওপি/বিপি৪.৩৭ এর ভিত্তিতে ইএসএসএস প্রণীত এবং এগুলোর স্থলাভিষিক্ত হবে।

২৮. ইএসএস১: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহের মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা সুস্পষ্ট শর্তাবলী ও সংজ্ঞা, কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয়

ইএসএস১ হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য মান ইএসএস১০ পদ্ধতির সাথে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং গোড়াতেই ঋণ গ্রহীতার বিদ্যমান পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। এটি ঋণ গ্রহীতার জন্য বাধ্যতামূলক শর্তাবলী নির্ধারণ করে দেয় যা পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইএসএস১ মূল সংজ্ঞাগুলোর বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করে যেমন, 'প্রকল্প' এবং 'সহযোগী স্থাপনা'। এটি ইএসসিপি'র মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট ও কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চালু করে যা আইনগত চুক্তির অংশ। এটি পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে একটি সমন্বিত পদ্ধতির কাছাকাছি নিয়ে যায়। ইএসএস১ প্রভাব প্রশমন পর্যায়গুলোর বিবরণ দেয় এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার ধারণা সম্পর্কে অবগত।

ইএসএস১ এর অধীনে, ঋণ গ্রহীতা নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নকালে প্রযোজ্য জাতীয় নীতি কাঠামো, আইন ও বিধান, এবং পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ, দেশের পরিস্থিতি ও প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে বৈচিত্র; জাতীয় পরিবেশগত ও সামাজিক কর্ম পরিকল্পনা বা গবেষনা ; এবং প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো বিবেচনা করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতাকে একই সাথে বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের পরিবেশগত, স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা নির্দেশিকা (ইএইচএসজিএস) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অনুসরনীয় আন্তর্জাতিক শিল্প অনুশীলন (জিআইআইপি) প্রয়োগ করতে হবে।

২৯. পরামর্শমূলক মতামত: ইএসএস১ মতামতে বৈষম্যহীনতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রস্তাবিত পদ্ধতি, এবং ঋণ গ্রহীতার কাঠামো কর্মসূচি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী অনগ্রসর বা ঝুঁকির সম্মুখীন বলে চিহ্নিত হবে অথবা আদৌ হবে কিনা সে বিষয়ে সকলে একমত না হলেও স্টেকহোল্ডাররা বৈষম্যহীনতার বিধানকে ব্যাপকভাবে স্বাগত জানিয়েছে। পর্যালোচনা চলাকালে, কিছু গোষ্ঠী নিজেদেরকে বিশেষভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন ও বৈষম্যের শিকার বলে উল্লেখ করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে পৃথক বিবেচনা ও বিশেষ মূল্যায়ন দাবি করেছে। অন্যদিকে, কিছু শেয়ারহোল্ডার প্রস্তাবিত মানদণ্ডে তালিকাভুক্ত কয়েকটি গোষ্ঠীর স্বীকৃতির বিষয়ে সাংস্কৃতিক উদ্বেগ ব্যক্ত করেছে। একটি আধুনিক পদ্ধতি হিসাবে অভিযোজনমূলক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে স্বাগত জানানো হয়েছে যা প্রকল্পের ঝুঁকি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করবে। অনেক স্টেকহোল্ডার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, এই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রকল্প অনুমোদনের আগে অপর্যাপ্ত তথ্য থাকা, ফলপ্রসূ আলোচনায় অংশগ্রহণের স্টেকহোল্ডারের সামর্থ সীমিত থাকা এবং প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নির্বাহী পরিচালকদের সামর্থ সীমিত করতে পারে। কিছু স্টেকহোল্ডার ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনায় ঋণ গ্রহীতার কাঠামোর ব্যবহার এবং ঋণ গ্রহীতার দায়িত্ব ও সদিচ্ছার মাত্রা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অন্যরা বিবেচনা করছে যে, ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত সকল প্রকল্পে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য ঋণ গ্রহীতার কাঠামো ব্যবহার করতে হবে, বিশেষ করে যেসব দেশ পরিবেশ ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ব্যাপক আইনগত কাঠামো কর্মসূচি গড়ে তুলেছে।

৩০. আলোচনা:

বৈষম্যহীনতা

বৈষম্যহীনতা হচ্ছে প্রস্তাবিত ইএসএফ এর একটি মূল নীতি। ইএসএস১ এ অসাবধানী বা ইচ্ছাকৃত বৈষম্যের মাধ্যমে প্রকল্পের বিরূপ প্রভাবগুলোর যে কোন ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রশমিত করার জন্য একটি বিধান রয়েছে। বৈষম্যহীনতা ও প্রভাব মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে, ব্যবস্থাপনা ইএসএস১ অনুচ্ছেদ ২৬ এর পাদটীকা ২২ এ ঝুঁকিপ্রবন এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অসম্পূর্ণ তালিকা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি ইএসএফ এর সমন্বিত পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যাতে বৈষম্যের বিষয়গুলোর আন্তঃ-বিভাজন প্রবণতা প্রতিফলিত হয়। খসড়া মান পদ্ধতি একটি ব্যাপক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উপায়ে বৈষম্যহীনতা সংক্রান্ত বিধান প্রয়োগ করে। একাধিক গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নতুন গ্রুপগুলো বা লোকজনও বাদ পড়বে না।

অভিযোজনমূলক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

অভিযোজিনমূলক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের পুরো সময় ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকে। ইএসএস১ প্রথম খসড়ায় চালু করা এই পদ্ধতিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি প্রতিফলিত। কোন প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ার পর ঋণ গ্রহীতাকে বিস্তারিত জরিপ ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহন ও প্রণয়ন করতে হবে; (ক) যদি প্রকল্পের অংশগুলোর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে এখনো সিদ্ধান্ত গ্রহন না করা থাকে (খ) যখন বহু বছর ধরে রৈখিক প্রকল্পগুলো নির্মিত হয় এবং লোকজন বা পরিবেশের ওপর কিছু সময়ের জন্য প্রভাব পরিলক্ষিত না হতে পারে; (গ) যখন প্রকল্পে অনেকগুলো ছোট ছোট অংশ থাকতে পারে যা বোর্ডের বিবেচনার সময়ে যথাযথভাবে সুরাহা করা যায়নি; (ঘ) জরুরী পরিস্থিতিতে বা যেখানে ঋণ গ্রহীতার সামর্থ খুবই সীমিত।

স্টেকহোল্ডারদের উদ্বেগে সাড়া দিতে এবং শক্তিশালী ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য, প্রস্তাবিত ইএসএফ:

- সুস্পষ্টভাবে এই নীতি প্রতিষ্ঠা করে যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে প্রাসঙ্গিক ও যথেষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক তথ্য স্টেকহোল্ডারের কাছে পৌঁছাতে হবে;

- নিশ্চিত করা হবে যে, ভাল পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতার সঙ্গে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকল্পগুলোর উন্নয়নে সুবিধা প্রদানের জন্য প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ও আগ্রহী ব্যক্তিদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ সম্পৃক্ততা ও আলোচনার প্রক্রিয়া থাকতে হবে; এবং

- পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবের যথেষ্ট ঝুঁকি সম্পন্ন প্রকল্প অংশগুলোর বাস্তবায়ন সীমাবদ্ধ করে, তবে, দেখতে হবে যে, প্রকল্প-ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতির ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য অপর্যাপ্ত কিনা।

৩১. প্রথম খসড়ার তুলনায় ইএসএস১ দ্বিতীয় খসড়ায় পরিবর্তনসমূহ

- ঋণ গ্রহীতার কাঠামো ব্যবহার সংক্রান্ত বাক্য সংশোধন করা হয়েছে এই জন্য যে, প্রকল্পের মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে ঋণ গ্রহীতার কাঠামো কর্মসূচির পুরো বা অংশ বিশেষের ব্যবহার করা হবে বিশ্ব ব্যাংকের বিবেচনার ভিত্তিতে।

- বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পের অংশ হলেও সরাসরি অর্থায়নপ্রাপ্ত উপপ্রকল্পগুলোর জন্য শর্তাবলী বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইএসএফ প্রথম খসড়ায় অধিক ঝুঁকিসম্পন্ন প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে ইএসএসএস পদ্ধতির শর্ত পূরণ করতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় খসড়ায় ব্যাপক, মাঝারি ও কম ঝুঁকি সম্পন্ন উপপ্রকল্পগুলোর জন্য জাতীয় আইন এবং ইএসএসএস সংক্রান্ত অন্য কোন শর্ত প্রতিপালনের শর্ত যুক্ত করেছে যা বিশ্বব্যাংক উপপ্রকল্পের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচনা করবে।

- ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর গোষ্ঠীর তালিকায় স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ছাড়াও প্রতিবন্ধীতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- ইএসএস২ (শ্রম ও কাজের পরিবেশ) এবং ইএসএস৬ (জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ) সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সরবরাহকারীদের বিষয়ে ঋণ গ্রহীতার মূল্যায়নের আওতা সীমিত করতে 'সাপ্লাই চেইন' সংক্রান্ত শব্দগুলো সংশোধন করা হয়েছে।

- প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবার ধারণা চালু করা হয়েছে (এবং অন্যান্য ইএসএসএস পদ্ধতিতে যথাযথ বলে প্রতিফলিত)।

- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে তথ্য প্রদান করার একটি শর্ত এখন ঋণ গ্রহীতার রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- ভূমি চিহ্নিতকরণের কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্ট ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন করার একটি শর্তও যোগ করা হয়েছে।

৩২. **ইএসএস২: শ্রম ও কাজের শর্তাবলী** - প্রকল্পের শ্রমিকদের সুরক্ষা, জোরপূর্বক ও শিশুশ্রম রোধ এবং অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতির প্রয়োগ

ইএসএস২ অন্যান্য এমডিবি'র বিধানাবলী থেকে উদ্ভূত এবং এতে বিশ্ব ব্যাংকের পোর্টফোলিওর সরকারী খাতের প্রকৃতির এবং ঋণ গ্রহীতা সরকারগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রতিফলন রয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম আইন ও অন্যান্য কনভেনশনের প্রতি ঋণ গ্রহীতা দেশগুলোর বিদ্যমান অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এই মান প্রণীত হয়েছে এবং এটি বৈষম্যহীনতা, শিশুশ্রম, জোরপূর্বক শ্রম, সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার সম্পর্কিত শর্তাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইএসএস২ বিশেষভাবে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজ করার জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত শ্রমিক, ঠিকাদার, প্রাথমিক সরবরাহ শ্রমিক এবং কমিউনিটি শ্রমে নিয়োজিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি সুস্পষ্টভাবে শ্রমিকদের ক্ষোভ প্রশমনের জন্য এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিধানগুলোর জন্য শর্তাবলী নির্ধারণ করে যাতে বিশ্বব্যাংকের বিদ্যমান ইএইচএসজিএস প্রতিফলিত হয়।

৩৩. **আলোচনার ভিত্তিতে মতামত:** প্রস্তাবিত ইএসএস২ সর্বপ্রথম চালু করা বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের জন্য শ্রম সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী । এই প্রস্তাবিত মান সংক্রান্ত মতামত স্টেকহোল্ডারদের গ্রুপের অনুরূপ: স্টেকহোল্ডারা এই প্রস্তাবকে শ্রমিকদের রক্ষা করতে ব্যাংকের প্রচেষ্টায় একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে স্বীকার করে। তারা সমালোচনা করেছে যে, প্রথম খসড়ায় ঠিকাদার, উপ-ঠিকাদার, সরকারি কর্মচারী, অনানুষ্ঠানিক কাজের খাত, এবং সরবরাহ ব্যবস্থার ইস্যুগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। স্টেকহোল্ডাররা যৌথ দরকষাকষি ও সংগঠন করার স্বাধীনতার অধিকার সহ সব আইএলও শ্রম মান অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেছিলো। এছাড়া কেউ কেউ আইএলও মূল মান এবং মূলনীতি ও কাজের ক্ষেত্রে অধিকার সংক্রান্ত আইএলও ঘোষণা অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছিল।

৩৪. আলোচনা: প্রথমবারের মতো, বিশ্বব্যাংক একটি শ্রম মান গ্রহন করবে যা মূলনীতি এবং কর্মক্ষেত্রে অধিকার সংক্রান্ত আইএলও ঘোষণা, সেইসাথে আইএলও'র আটটি মূল শ্রম সংক্রান্ত কনভেনশন অনুসরণ ও প্রতিফলিত হবে। এতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সংক্রান্ত দৃঢ় অঙ্গীকারগুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইএসএস২ খসড়া প্রণয়নকালে, ব্যাংক আইএলও এবং বিশেষজ্ঞ ওয়ার্কিং গ্রুপের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা থেকে উপকৃত হয়েছে। সরকারি খাতে বিনিয়োগ ঋণ প্রদানের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রণীত, ইএসএস২ হচ্ছে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (আইএফআই) শ্রম শর্তাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত পদ্ধতির অন্যতম। এটি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ব্যাপক বিষয়, তৃতীয় পক্ষের নিয়োগকৃত শ্রমিকদের বিষয়গুলো আরো সুস্পষ্টভাবে সমাধান এবং প্রাথমিক সরবরাহকারী, শিশু ও জোরপূর্বক শ্রম সংক্রান্ত বিধি এবং বৈষম্যের ভিত্তি সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সুরাহা করে। ইএসএস২ -তে সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ইস্যুগুলোর ব্যাপক ক্ষেত্র থেকে কল্যাণ সাধন করে।

৩৫. প্রথম খসড়ার তুলনায় ইএসএস২ দ্বিতীয় খসড়ায় পরিবর্তনসমূহ

- শ্রম ও কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত মান নির্ধারণের দ্বিতীয় খসড়াটি সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষি করার অধিকারের শর্তাবলী যুক্ত করে জোরদার করা হয়েছে: শ্রমিকদের ক্ষোভ প্রকাশ করার বিকল্প পদ্ধতি গড়ে তোলা এবং কাজের পরিবেশ ও কর্মসংস্থানের বিষয়ে তাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য একটি বিধান যোগ করা হয়েছে যেখানে জাতীয় আইন সংগঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি সুযোগ সীমিত করে।

- ঠিকাদার, প্রাথমিক সরবরাহ শ্রমিক ও কমিউনিটি শ্রমে নিয়োজিত কর্মীদের অর্ন্তভুক্ত করার জন্য এ সংক্রান্ত ব্যাপ্তি বাড়ানো হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা সরকারের শর্তাধীনে নিয়োজিত থাকলে, ইএসএস২-তে নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী শ্রম শক্তির পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধিমালা প্রযোজ্য হবে। যদি তারা প্রকল্পের শর্তাধীনে নিয়োজিত থাকেন, তাহলে ইএসএস২ প্রযোজ্য হবে। শ্রমিকদের ধরণ সংক্রান্ত বিবরণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

- জোরপূর্বক এবং ক্ষতিকর শিশুশ্রম সংক্রান্ত ভাষা 'এড়িয়ে চলুন' (প্রথম খসড়া) পরিবর্তন করে 'প্রতিরোধ' করা (দ্বিতীয় খসড়া) শব্দ দ্বারা জোরদার করা হয়েছে। জাতীয় আইনে অধিকতর সর্বনিম্ন বয়সের বিধান না থাকলে, বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত সকল প্রকল্পের জন্য শিশুশ্রম সংক্রান্ত সর্বনিম্ন বয়স ১৪ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।

- কর্মসংস্থানের শর্তাবলী সম্পর্কে শ্রমিকদেরকে লিখিত তথ্য ও কাগজ-পত্র প্রদান করার শর্ত যোগ করা হয়েছে।

- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত অতিরিক্ত বিধান যোগ করা হয়েছে।

৩৬. ইএসএস৩: সম্পদ সামর্থ ও দূষণ প্রতিরোধ - প্রাকৃতিক সম্পদ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত ব্যবস্থা

ইএসএস৩ বিশ্বে ক্রমহ্রাসমান সম্পদের বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং সম্পদের ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেয়। সম্পদ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা, দূষণমুক্ত উৎপাদন, দূষণ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প পর্যায়ের শর্তগুলোর মান রির্ধারণ করা হয়েছে। এতে জ্বালানি, পানি ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার ও অন্যান্য সামগ্রীর যোগান দিতে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে ঋণ গ্রহীতাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এতে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন পরিমাপ এবং তা কমাতে বিকল্প বিবেচনা করার জন্য ঋণ গ্রহীতাদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ইএসএস৩ এছাড়াও ওপি৪.০৯ (পেস্ট ম্যানেজমেন্ট) সহ বিশ্বব্যাংকের বিদ্যমান শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং বর্জ্য, বিপজ্জনক পদার্থ ও কীটনাশকের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিকার ব্যবস্থার উল্লেখ করেছে।

৩৭. কনসালটেশন মতামত: স্টেকহোল্ডাররা গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাপের বিধান সম্পর্কে একমত হয়নি। কেউ কেউ গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাপের বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করলেও, অন্যরা যুক্তি দেখিয়েছে যে, এই ধরণের একটি বিধান ঋণ গ্রহীতাদের জন্য বোঝাস্বরূপ ও খুবই ব্যয়বহুল হবে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ গ্রিনহাউজ গ্যাস পরিমাপের সিদ্ধান্তটিকে আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনার একটি বিষয় হিসাবে দেখছেন, বিশ্বব্যাংকের নীতির মাধ্যমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যায় না। স্টেকহোল্ডাররা ইএইচএসজিএস ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু এগুলো বাধ্যতামূলক করা বা টেকনিক্যাল রেফারেন্স নথি হিসেবে ব্যবহার করা হবে কিনা সে বিষয়ে কোন ঐক্যমত্য ছিল না। যেমন 'কারিগরী ও আর্থিক সম্ভাব্যতা' শব্দগুচ্ছের মতো কিছু বাক্যাংশের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং সুনির্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

৩৮. আলোচনা: জলবায়ু পরিবর্তন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সমস্যা (চতুর্থ অনুচ্ছেদে পৃথক আলোচনা দেখুন) হলেও, একটি প্রকল্প পর্যায়ে অর্জন করা সম্ভব এমন প্রভাবগুলো সীমিত। তাসত্ত্বেও, ব্যবস্থাপনা একমত যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রভাব বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাংক প্রস্তাবিত ইএসএফ এর কার্যকার বাস্তবায়নের বাইরে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি শক্তিশালী ও কার্যকর পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য পুরো প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে।

স্টেকহোল্ডারদের মতামত এবং প্রকল্পের অভিজ্ঞতাসমূহ সতর্কভাবে বিবেচনার পর, ব্যবস্থাপনা পানি ব্যবস্থাপনার জন্য সীমারেখা নির্মূল করার এবং গ্রিনহাউজ গ্যাসের (জিএইচজি) নির্গমন পরিমাপের জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের পরিমাণ ২৫,০০০ টনে সীমিত করার প্রস্তাব দিয়েছে। ব্যবস্থাপনা জিএইচজি পরিমাপ এবং একটি পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রয়োজন এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে ঋণ গ্রহীতাদের এবং বিশ্বব্যাংকের কর্মীদের পরামর্শ দিতে নির্দেশিকা জারি করবে।

জিএইচজি প্রাক্কলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দূষণ প্রতিরোধ ও সম্পদ সক্ষমতা জোদার করা। জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব প্রশমন একটি অতিরিক্ত উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লাভের পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করার জন্য, প্রথমেই প্রকল্পের জিএইচজি নির্গমন প্রাক্কলন করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা জিএইচজি নির্গমন এড়ানো, কমান, প্রশমিত করা বা ক্ষতিপূরনের জন্য পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক শর্তাবলীর প্রস্তাব না করলেও, বিভিন্ন পর্যায়ে প্রভাব প্রশমনের মাধ্যমে জ্বালানি সক্ষমতা মোকাবেলার শর্ত থাকা উচিত। জিএইচজি নির্গমন রিপোর্ট প্রকল্পের জ্বালানি সামর্থের প্রভাব প্রদর্শনের লক্ষ্যে প্রকল্পগুলোর জন্য একটি পথ বাতলে দিয়েছে।

অধিকাংশ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, জিএইচজি নির্গমনের পরিমাণ জ্বালানি, সার, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ক্রয় সংক্রান্ত সহজলভ্য প্রকল্প পর্যায়ের তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান সরঞ্জাম ও পদ্ধতি যেমন আইএফসি কার্বন নির্গমন প্রাক্কলন ব্যবস্থা ব্যবহার করে পরিমাপ করা যেতে পারে। যেমন কোন প্রকল্পের জিএইচজি নির্গমন প্রাক্কলন আরো চ্যালেঞ্জিং হলে, (যেখানে মাটিতে কার্বন বেশী), ইএসএস৩ শুধুমাত্র প্রাক্কলন করবে যেখানে নির্গমনের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে প্রকল্পে নির্গমনের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য হতে পারে বলে আশা করা হয়েছে। এছাড়া, ইএসএস৩ সাধারণত এ শর্ত পূরণে একটি 'কারিগরি ও আর্থিকভাবে সম্ভাব্য' ধরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

একটি প্রকল্পে পানির ব্যবহার প্রকল্পের পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা আবশ্যক। যেমন, পানি দুস্প্রাপ্য হলে, যদি একটি প্রকল্প প্রতিদিন (প্রথম খসড়ায় উল্লেখিত সীমা) ৫,০০০ ঘন মিটার পানি ব্যবহার করে, তাহলে পানিসম্পদের ওপর যথেষ্ট চাপ পড়ে। আর যদি পানি দুস্প্রাপ্য না হয়, তাহলেও ৫,০০০ ঘন মিটার পানি ব্যবহার অযৌক্তিক হতে পারে এবং একটি প্রকল্পের সক্ষমতা সীমিত করতে পারে।

৩৯. প্রথম খসড়ার তুলনায় ইএসএস৩ দ্বিতীয় খসড়ার পরিবর্তনসমূহ

- গ্রিনহাউজ গ্যাস ও কালো কার্বন সহ স্বল্প ও দীর্ঘস্থায়ী জলবায়ু দূষণকারী বস্তুর নাম যোগ করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনের এসব প্রভাব বিবেচনা করতে হবে।

- সম্পদ সামর্থ অনুচ্ছেদে জ্বালানি ও কাঁচামাল ব্যবহারের শর্তাবলী ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

- ইএসএফ প্রথম খসড়ার মতো নয়, বরং বায়ু দূষণ আরো সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

- প্রথম খসড়ার মানদণ্ড অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতাকে প্রকল্পের জন্য সরাসরি জিএইচজি নির্গমনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে যা হবে প্রত্যাশিত মাত্রার অথবা বর্তমানে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উৎপাদন বার্ষিক ২৫,০০০ টনের বেশী। এই সীমা মুছে ফেলা হয়েছে। জিএইচজি নির্গমনের পরিমাণ প্রাক্কলন করতে হলে, প্রাক্কলন পদ্ধতি সংক্রান্ত সীমা ও আরো বিশদ দিকনির্দেশনার মধ্যে উল্লেখ করতে হবে।

- প্রথম খসড়ার মানদণ্ডে ঋণ গ্রহীতাকে প্রকল্পের জন্য একটি বিস্তারিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যেখানে প্রতিদিন ৫,০০০ ঘন মিটারের বেশী পানি প্রয়োজন হয়। এই সীমারেখাও মুছে ফেলা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে পানি প্রাপ্যতার প্রেক্ষাপটে একটি পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হবে।

৪০. ইএসএস৪: কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা - ক্ষতি এড়ানো এবং প্রভাব প্রশমন

ইএসএস৪ জনগোষ্ঠীর ওপর প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কিত বিদ্যমান রীতিসমূহ একটি মানদণ্ডে সুদৃঢ় করবে। এতে বাঁধের সুরক্ষা সংক্রান্ত ওপি/বিপি৪.৩৭ এবং অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, পণ্য, সেবা, ট্রাফিক ও বিপজ্জনক পদার্থ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের অনেকগুলো বিধান সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে রোগের সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাব এবং জরুরী পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ঋণ গ্রহীতাকে ব্যবস্থা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ইএসএস৪ নিরাপত্তা কর্মী (সরকারি ও বেসরকারি উভয়) শর্ত যুক্ত করেছে যা অন্যান্য এমডিবিগুলোর বিধানাবলীর অনুরূপ।

৪১. আলোচনার ভিত্তিতে মতামত: প্রস্তাবিত ইএসএস৪ সংক্রান্ত পরামর্শমূলক মতামত জনস্বাস্থ্য ইস্যু এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ওপর প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেছে। বেশ কিছু স্টেকহোল্ডার জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধিমালা জোরদার এবং বিশেষভাবে অসংক্রামক স্বাস্থ্য সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা তা জানতে চেয়েছে। স্টেকহোল্ডাররা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিশু ও নারীদের ওপর প্রভাব সংক্রান্ত এই মানদণ্ডে বিদ্যমান বিধানগুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপের পরামর্শ দিয়েছে।

৪২. আলোচনা: সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংকট প্রমাণ করেছে যে, উন্নয়নমূলক পদক্ষেপগুলোতে দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহন এবং সহিষ্ণুতা বিবেচনায় নেয়া হলেই কেবল টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে যেমন স্বীকার করতে হবে যে, স্বাস্থ্যের উপর প্রতিকূল প্রভাব অসংক্রামক রোগ ছাড়াও সংক্রামক রোগ এবং রোগ-ব্যাধি ছাড়া অন্য কোন কারণেও ঘটতে পারে। কমিউনিটিতে স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন ব্যাপক ভিত্তিক বিষয়গুলোর স্বীকৃতি ছাড়াও, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জরুরী সাড়াদান পরিকল্পনায় সেগুলোর কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য সমন্বয় ঘটানো আবশ্যক।

৪৩. প্রথম খসড়ার তুলনায় ইএসএস৪ দ্বিতীয় খসড়ার পরিবর্তনসমূহ

- জনগোষ্ঠীতে রোগ ব্যাধির (প্রথম খসড়ায়) বিস্তারের সমস্যা মোকাবেলার বিষয়টি (দ্বিতীয় খসড়ায়) জনগোষ্ঠীতে স্বাস্থ্য ইস্যুর পদক্ষেপ হিসেবে সম্প্রসারিত করা হয়েছে যাতে সযস্পষ্ট হয় যে, সংক্রামক রোগ-ব্যাধির চেয়েও অন্য স্বাস্থ্য ইস্যু রয়েছে যা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ক্ষতি করতে পারে এবং বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। অসংক্রামক রোগগুলোও সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য বিধান সহ প্রতিবেশ ব্যবস্থা সেবা চালু করা হয়েছে।

- জরুরী প্রস্তুতি ও সাড়াদানের জন্য শর্তাবলীর স্থলে প্রস্তুতি এবং চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি বা ঘটনার ক্ষেত্রে সাড়াদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- পণ্যের সুরক্ষার জন্য শর্তাবলী মুছে ফেলা হয়েছে।

- ঋণ গ্রহীতাও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে তাদের জরুরী ও সাড়াদান পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে। ঋণ গ্রহীতা জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীকে সহাযতা দিবে যারা প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে এতে সম্পৃক্ত হতে পারে।

- অভিযোগ প্রতিকারের বিষয়টি মুছে ফেলা হয়েছে, কারণ অভিযোগ প্রতিকারের অন্যান্য শর্তগুলো ইএসএস১০ এ বিস্তারিতভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যা সকল প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য।

- ঋণ গ্রহীতারা নিরাপত্তা কর্মীদের সকল বেআইনী বা অপব্যবহার মূলক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত সব অভিযোগ পর্যালোচনা করবে, পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য পদক্ষেপ (বা পদক্ষেপ নিতে যথাযথ পক্ষগুলোর প্রতি আহ্বান জানাবে) নিবে, এবং প্রয়োজন হলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বেআইনী ও নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে রিপোর্ট করবে। প্রথম খসড়ার মানদণ্ড অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতা যথাযথ হলে অভিযোগ বিবেচনা ও তদন্ত করবে।

৪৪. ইএসএস৫: ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহার এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা - আবেদন করার সুস্পষ্ট সুযোগ, কার্যপদ্ধতি সহজীকরণ

প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, অথবা ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করার সকল ক্ষেত্রে ইএসএস৫ প্রযোজ্য। এটি সরকারি ভূমির ব্যবহার; ভূমির নাম জারি করন; সাধারণ সম্পদে প্রবেশাধিকার (সামুদ্রিক ও জলজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মিঠা পানি, শিকার ও আহরণ, গোচারণ এবং শস্য উৎপাদন এলাকা) এবং স্বেচ্ছা লেনদেন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ইএসএস৫ অনুযায়ী জোরপূর্বক উচ্ছেদ নিষিদ্ধ। এটি একটি একক পুনর্বাসন ব্যবস্থার শর্ত চালু করেছে যা প্রকল্পের পরিস্থিতি অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নেয়া যেতে পারে। এতে ভূমির ওপর আইনগত অধিকার নেই বা দখল থাকার কারণে ভূমির মালিকানা দাবি করে এমন ব্যক্তি এবং লিঙ্গ ভিত্তিক বিবেচনা সহ বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অধিকার প্রদান করা হয়। এতে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে জিম্মার অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদান করার সুযোগ রয়েছে।

৪৫. আলোচনার ভিত্তিতে মতামত: ইএসএস৫ সংক্রান্ত আলোচনায় সামাজিক ভিত্তিরেখা গবেষণা এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনার জন্য বিস্তারিত শর্ত যুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নতুন ইএসএফ পদ্ধতির অধীনে জটিল প্রকল্পগুলোতে পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রকল্প অনুমোদনের জন্য একটি শর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা সে বিষয়ে উদ্বেগ ছিল। স্টেকহোল্ডাররা প্রকল্পের সুফল ভাগ করে নেয়ার লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সুযোগ সহ একটি উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে পুনর্বাসন পরিকল্পনায় ভাষা চিহ্নিত না করার সমালোচনা করেছে। প্রথম খসড়ায় ভূমির নাম জারি বর্জন করার এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল এবং স্বেচ্ছা লেনদেনের অধিক স্বচ্ছতার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিছু স্টেকহোল্ডার যুক্তি দেখিয়েছে যে, ইএসএস৫ ভূমি অধিগ্রহণ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের সরাসরি প্রভাব সম্পর্কে খুব সঙ্কীর্ণভাবে মনোযোগ দিয়েছিল এবং প্রকল্পে জীবিকার ওপর প্রভাব আরো সাধারণভাবে দেখা উচিত।

৪৬. আলোচনা: পর্যালোচনা প্রক্রিয়া চলাকালে, 'ভূমি দখল' এবং প্রকল্পে ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগের সুরাহা করতে সংশোধিত সুরক্ষা নীতির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেছে। ভূমির মালিকানার মেয়াদের বিষয়টি পুনর্বাসন বা আদিবাসীদের প্রেক্ষাপটে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে, কিছু স্টেকহোল্ডার যুক্তি দেখিয়েছে যে, প্রকল্পের নানা ধরনের হস্তক্ষেপ থেকে ভূমি ব্যবহার, জমির মালিকানা, ভূমিতে প্রবেশাধিকার এবং ভূমি নিয়ে বিবাদ এই ধরণের প্রভাব সৃষ্টি করেছে। স্টেকহোল্ডারগণ তাই ভূমির মালিকানার মেয়াদ সম্পর্কে একটি পৃথক মানদণ্ড নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে যাতে বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা/কমিটি (এফএও/সিএফএস) কর্তৃক সম্প্রতি গৃহীত 'ভোগদখল শাসন সংক্রান্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত নির্দেশাবলী' যথাসম্ভব প্রতিফলিত হয়।

সতর্ক বিবেচনার পর, ব্যবস্থাপনা মনে করছে যে, একটি নতুন ভূমি-ভিত্তিক মানদণ্ড অর্ন্তভুক্ত করা বা পুনর্বাসনের বাইরে ইএসএস৫ এর আওতা সম্প্রসারণ করার পরিবর্তে বরং প্রাথমিক পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সর্বোত্তম উপায়ে ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত ঝুঁকি সুরাহা করা হবে। ইএসএস১ এ সুস্পষ্ট কিছু শর্ত যোগ করা হয়েছে যা ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত ঝুঁকির ব্যাপক বিষয়ের সুরাহা করবে। এছাড়া, ইএসএস১ ও ইএসএস৫ উভয় পদ্ধতির সংশোধিত খসড়ায় প্রকল্পের ভূমির মালিকানা সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি প্রশমন বিষয়ে (আলোচনাকালে উত্থাপিত উদ্বেগ) নতুন ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংশোধিত ইএসএস৫ আরো সুস্পষ্টভাবে নিশ্চিত করেছে যে, 'ভূমি দখল' করার বিরুদ্ধে বিধান অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধের জবাবের প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য বড় মাপের 'স্বেচ্ছা' লেনদেনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই সুরক্ষা প্রয়োগ করা হবে। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ইএসপি, ইএসএস১, ইএসএস৫, ইএসএস৬ এবং ইএসএস৭ এ ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত বিধান, সেইসাথে ইএসএস১০ জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত বিধিমালা স্বতঃপ্রবৃত্ত নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪৭. প্রথম খসড়ার তুলনায় ইএসএস৫ দ্বিতীয় খসড়ায় পরিবর্তনসমূহ

- একটি নতুন পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে। এতে মূল গবেষণার ফলাফলের জন্য এবং ওপি৪.১২ (অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন) -তে অন্তর্ভুক্ত পরিশিষ্টে বিদ্যমান বিস্তারিত পুনর্বাসন পরিকল্পনার শর্তাবলীতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

- মানদণ্ড সংক্রান্ত দ্বিতীয় খসড়ায় স্পষ্টভাবে পুনর্বাসনকে একটি উন্নয়ন সুযোগ হিসেবে বিবেচনার গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং যেখানে সম্ভব প্রকল্পের সুফল ভাগ করে নেয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্যবস্থা সহ একটি নতুন উদ্দেশ্য যোগ করা হয়েছে।

- স্বেচ্ছা লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য জোরালো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং নিশ্চিত করা হয়েছে যে, স্বেচ্ছা লেনদেনের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত হতে পারে এমন ব্যক্তিরা ইএসএস৫ বিধান দ্বারা সুরক্ষিত।

- প্রথম খসড়ার বিধানে কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ কিস্তিতে পরিশোধ সুযোগ দেয়া হয়েছিল, তা বাদ দেয়া হয়েছে এইজন্য যে, ক্ষতিপূরণের অর্থ অবশ্যই সবসময় স্থানচ্যুতির আগে পরিশোধ করতে হবে।

- বিশ্বব্যাংকের বর্তমান পুনর্বাসন নীতির (ওপি৪.১২) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, প্রস্তাবিত ইএসএস৫ জাতীয় বা আঞ্চলিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বা প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ বিধির সমর্থনে প্রকল্পের কার্যক্রমে এটির প্রয়োগের সুযোগ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। তবে, নতুন খসড়ায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ধরনের কার্যক্রমে ঝুঁকি ও প্রভাব প্রশমন কৌশল বিশেষ করে দরিদ্র ও অসহায়দের চিহ্নিত করার জন্য সামাজিক, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন যুক্ত করতে হবে।

- ভূমির মালিকানা ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রশমনের প্রয়োজনীয়তার ওপর আরও জোরালোভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং প্রকল্পের পরিকল্পনায় এই ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলার ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন খসড়ায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ভূমির মালিকানা থেকে সরাসরি স্থানচ্যুতি ঘটলে ইএসএস৫ প্রযোজ্য হবে। ইএসএফ প্রথম খসড়ায় এই উত্তম চর্চাটি বিবেচিত হলেও, দ্বিতীয় খসড়ায় এটিকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

- নতুন খসড়ায়, বিশেষ করে আলোচনা কৌশল, মহিলাদের মালিকানার অধিকার মূল্যায়ন এবং ক্ষতিপূরণ ও জীবিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে জেন্ডার ইস্যুগুলোর আরো ব্যাপক বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- ভূমি অধিগ্রহণ বা ভূমি ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধের প্রত্যক্ষ কারণে নয় এমন ক্ষেত্রে আয় ও জীবিকার ওপর ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কিত একটি সুপারিশ ইএসএস১ পদ্ধতিতে যোগ করা হয়েছে।

- ইএসএস৫ এ এখন প্রয়োজনীয় বাক্য যুক্ত করা হয়েছে যে, পুনর্বাসনের পূর্ণ খরচ মোট প্রকল্প খরচে অন্তর্ভুক্ত এবং প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে গৃহীত হয়েছে।

- পরিকল্পনা চূড়ান্ত ও ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত ভৌত বা অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির কারণ হতে পারে এমন কোনো প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার ব্যাপারে ঋণ গ্রহীতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে একটি বাক্য যোগ করা হয়েছে।

৪৮. ইএসএস৬: জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা - জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণে বিশ্বব্যাংকের পদ্ধতির আধুনিকায়ন

ইএসএস৬ বর্তমানে ওপি/বিপি৪.০৪ (প্রাকৃতিক আবাসভূমি) এবং ওপি/বিপি৪.৩৬ (বন) সংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্য বিষয় সুরাহা করে। অন্যান্য এমডিবি'র বিধানাবলী সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে, এটা একটি সুষম উপায়ে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার একটি পন্থা গ্রহন করেছে এবং প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের বিষয়ে উৎসাহিত করছে। মানদণ্ড সব আবাসস্থলের জন্য প্রযোজ্য এবং আশা করে যে, ঋণ গ্রহীতারা আবাসস্থলের ক্ষতি, অবনতি, আক্রমণাত্মক বাইরের প্রজাতি, মাত্রাতিরিক্ত সম্পদ আহরণ, জলজ পরিবর্তন, পুষ্টির মজুদ ও দূষণ সহ জীব বৈচিত্র্যের ওপর প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রশমিত করার ব্যবস্থা নিবে। ইএসএস৬ গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল, আইনত সুরক্ষিত ও জীববৈচিত্র্যের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এলাকার জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করেছে। এটি সীমাবদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য সমর্থন করে। ঋণ গ্রহীতারা যেখানে প্রাথমিক পণ্য ক্রয় করছে, সেখানে, ইএসএস৬ প্রাথমিক সরবরাহকারীদের জন্য সংশ্লিষ্ট শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৪৯. আলোচনার ভিত্তিতে মতামত: কিছু স্টেকহোল্ডার ভারসাম্য আনয়ন এবং ধরণ নির্ধারণ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য শর্তাবলীর বিষয় অস্পষ্ট বলে প্রস্তাবিত মানদণ্ডের সমালোচনা করেছে। এতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, প্রভাভ প্রশমনের বিভিন্ন পর্যায়ের কেবল শেষ অবলম্বন হিসেবে ভারসাম্য সাধন করতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলে ভারসাম্য সম্ভব নয়। প্রস্তাবিত প্রশমন অনুক্রম কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সব প্রকল্পে প্রয়োগ করতে হবে। স্টেকহোল্ডারদের একটি গ্রুপ মনে করে যে, ইএসএস৬ বাস্তবায়ন কঠিন হতে পারে। আরো পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, পরিভাষা এবং সংজ্ঞায় আইএফসির পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

৫০. আলোচনা: ইএসএস৬ বিদ্যমান ওপি/বিপি৪.০৪ (প্রাকৃতিক আবাসভূমি) এবং ওপি/বিপি৪.৩৬ (বন) পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত এবং এগুলোর অধীন সহায়তা দিয়ে আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার প্রয়াস জোরদার করেছে। আলোচনা চলাকালীন, ইএসএস৬ আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ ইউনিয়নের (আইইউসিএন) সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালা, নেতৃস্থানীয় সিএসও ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ এবং অনেক স্টেকহোল্ডারের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে। প্রস্তাবিত ইএসএস৬ এখন সবচেয়ে বেশী সুরক্ষা দিচ্ছে এবং বিদ্যমান নীতিমালা এবং আইএফসির পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড ৬ এর শক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠছে। এই মানদণ্ড একটি সতর্কতামূলক পদ্ধতির ভিত্তিতে জীববৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্যে শূল কার্যপদ্ধতি হিসাবে প্রশমন অনুক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই মানদণ্ড প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবার ধারণা অন্তর্ভুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলে প্রতিকুল প্রভাব ঘটাতে পারে এমন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশগুলো সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি সতর্ক মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রভাব প্রশমন অনুক্রমের সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে ভারসাম্য আনয়ন বিবেচিত হতে পারে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলের জন্য ক্ষতিকর ভারসাম্য আনয়ন ও উন্নয়ন ব্যাংক দ্বারা সমর্থিত হতে পারে না।

ইএসএস৬ এ প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার সম্পর্কিত বিধান রয়েছে, যাতে পশুপালন সংক্রান্ত জিআইআইপি প্রতিফলিত।

৫১. প্রথম খসড়ার তুলনায় ইএসএস৬ দ্বিতীয় খসড়ায় পরিবর্তনসমূহ

- প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিষেবার ধারণা চালু এবং একটি নতুন উদ্দেশ্য যোগ করা হয়েছে।
- আবাসস্থলের ধরণের সংজ্ঞা এখন পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড ৬-এ আইএফসি ব্যবহৃত ভাষা ও সংজ্ঞায় প্রতিফলিত।
- দ্বিতীয় খসড়া মানদণ্ডে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, শুধুমাত্র একটি সর্বশেষ উপায় হিসেবে জীববৈচিত্র্য ভারসাম্য বিবেচনা করা যেতে পারে এবং কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। যেসব ক্ষেত্রে বা এলাকায় ভারসাম্য আনয়নের অনুমোদন নেই, সেখানে ঋণ গ্রহীতা পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহন করবে না।
- প্রথম খসড়া মানদণ্ডের পাঠ এবং ওপি৪.৩৬ (বন) দ্বিতীয় খসড়া মানদণ্ডের সঙ্গতি জোরদার করতে সুদৃঢ় করা হয়েছে। এটি বাণিজ্যিক কৃষি ও বনজ বৃক্ষরোপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধিমালার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।
- শিল্প ভিত্তিক ও বৃহৎ আকারে বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন ও পশুপালনের লক্ষ্যে এই বিধিমালা প্রণীত হয়েছে।
- ইএসএফ দ্বিতীয় খসড়ায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে সব ধরণের বন, বায়োমাস, কৃষি ও মৎস্য। প্রথম খসড়ায় এই সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৫২. ইএসএস৭: আদিবাসী জনগোষ্ঠী - অবাধ, প্রাধিকারমূলক ও অবগত সম্মতি (এফপিআইসি)

প্রস্তাবিত ইএসএস৭ এর লক্ষ্যে হচ্ছে বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের সুরাহা করা এবং স্টেকহোল্ডারদের মতামতগুলোর সমন্বয় সাধন করা। সম্ভাব্য ঝুঁকি বা প্রভাব নির্বিশেষে প্রকল্প এলাকায় আদিবাসীদের উপস্থিতি অথবা একটি সমষ্টিগত সম্পৃক্ততা থাকলে এই মানদণ্ড প্রযোজ্য হবে। এটি আদিবাসীদের চিহ্নিতকরণের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করে এবং সুস্পষ্ট করে যে, পশুপালন আদি অধিবাসীদের একটি ভিত্তি হতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, ঋণ গ্রহীতা স্বেচ্ছা বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের রক্ষা করতে যথাযথ পদক্ষেপ

গ্রহণ করবে। ইএসএস৭ আদিবাসীদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করেছে। ঋণ গ্রহীতাদেরকে আদিবাসীদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা করতে হবে। তিনটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে (প্রথাগত মালিকানার অধীনে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রভাব, ব্যবহার বা দখল; এসব এলাকা থেকে স্থানান্তর; সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব); ইএসএস৭ অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের জন্য এফপিআইসি লাভের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫৩. আলোচনার ভিত্তিতে মতামত: বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালা সংক্রান্ত স্টেকহোল্ডারদের আলোচনায় বিদ্যমান ওপি/বিপি৪.১০ (আদিবাসী লোকজন) পদ্ধতি সম্পর্কিত বাস্তবান চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি পৃথক নীতির জন্য অব্যাহত প্রয়োজনীয়তা, আদিবাসী লোকজন সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংকের যে কোন শর্ত প্রয়োগের আওতা, এবং প্রকল্পের উন্নয়ন আদিবাসীদের সঙ্গে অবাধ, প্রাধিকারমূলক ও পূর্বঅবগত আলোচনা বা সম্মতির ওপর শর্তাধীন হবে কিনা সে বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের ভিন্ন মতামত ছিল।

এফপিআইসি প্রবর্তন আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে, কিছু গ্রুপ এফপিআইসি এবং জাতীয় আইনের মধ্যে সম্ভাব্য অসামঞ্জস্যতা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

আদিবাসীদের পরিচিতি অভ্যন্তরীন সংঘাত তীব্র করতে পারে বা জাতীয় সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিহীন কোন ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির জন্য প্রস্তাবিত বিকল্প পদ্ধতি সংখ্যাগরিষ্ঠ স্টেকহোল্ডাররা প্রত্যাখ্যান করেছে। যুক্তি দেয়া হয়েছে যে, এই পদ্ধতি বিদ্যমান আদিবাসী জনগোষ্ঠী নীতির (ওপি৪.১০) শর্ত পূরণ করবে না। পরামর্শমূলক সভায় এই মানদণ্ডের জন্য টার্গেট গ্রুপের সবচেয়ে উপযুক্ত সংজ্ঞা ও বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সুপারিশ করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে ঝুঁকি প্রবন বা ঐতিহাসিকভাবে অনগ্রসর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এটি সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

৫৪. আলোচনা: আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রায়শ:ই সবচেয়ে প্রান্তিক ও ঝুঁকিসম্পন্ন সম্প্রদায়গুলোর অন্যতম। আদিবাসীদের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের বিদ্যমান নীতি আদিবাসীদের রক্ষা করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলোর অন্যতম হিসাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এই নীতি ওপর ভিত্তি করে প্রণীত ইএসএস৭ আদিবাসীদের জন্য ব্যাপক স্বীকৃতি ও সুরক্ষার সুযোগ দেয়।

বিশ্বব্যাংক মনে করে যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে (যেমন ইউএনডিআরআইপি ও আইএলও কনভেনশন ১৬৯), জাতীয় সরকারগুলোর উদ্যোগ এবং সুশীল সমাজ ও আদিবাসী গ্রুপগুলোর এডভোকেসি কাজের মাধ্যমে আদিবাসীদের স্বার্থ ও সুরক্ষার প্রয়াস এগিয়ে নিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। একটি সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে, ইএসএফ মনে করে যে, আদিবাসীদের সঙ্গে অর্থপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তাদের স্বাধীন, প্রাধিকারমূলক সম্মতি গ্রহন করা জরুরি। বিদ্যমান ওপি৪.১০ এ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। ইএসএস৭ এ এই শর্তগুলো যোগ করা হয়েছে, (ক) স্বীকার করা হয়েছে, আদিবাসী হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য পশুপালন একটি ভিত্তি হতে পারে, এবং আদিবাসীদের কিছু গ্রুপকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য স্বীকৃতি ও সুযোগ দেয়া হবে।

বিশ্বব্যাংক এ বিষয়ে বিভিন্ন সরকার, সুশীল সমাজ এবং আদিবাসী নেতাদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা করেছে। অধিকাংশ স্টেকহোল্ডারের মতামত হচ্ছে যে, বিশ্বব্যাংকের একটি আদিবাসী মানদণ্ড অব্যাহত রাখা উচিত, যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্ব বজায় থাকে। এছাড়া, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আদিবাসীদের অধিকারের প্রগতিশীল দাবি আদায়ের বিরুদ্ধে যাওয়া বিশ্বব্যাংকের উচিত নয়।

মানদণ্ডের প্রথম খসড়ায় কিছু পরিস্থিতির জন্য একটি বিকল্প অন্তর্ভুক্ত করেছে যাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় অভ্যন্তরীন সংঘাত তীব্র করতে পারে বা জাতীয় আইনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হবে। এসব ক্ষেত্রে, ইএসএফ প্রথম খসড়া ইএসএস৭ এর পরিবর্তে বরং অন্য সব ইএসএস পদ্ধতির মাধ্যমে আদিবাসীদের জন্য সুরক্ষা প্রদান করেছে। এই বিকল্প পদ্ধতিটি আলোচনাকালে ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, কারণ ধারণা করা হয়েছিল যে, এতে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষার অভাব ছিল। তাই, এই বিকল্প পদ্ধতিটি প্রস্তাবিত মানদণ্ড থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা মনে করছে যে, কখনও এমন বিরল ঘটনা ঘটতে পারে, যখন ইএসএস৭ এর আনুষ্ঠানিক ব্যাপক প্রয়োগ অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে এবং প্রকল্প সংক্রান্ত সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা বিশ্বব্যাংকের নীতি অনুযায়ী ছাড় দেয়ার প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে। বিশ্বব্যাংক ঐতিহাসিকভাবে পরিচালন নীতির ক্ষেত্রে খুবই কম ছাড় দেয়ার অনুমোদন করেছে এবং ছাড় দেয়ার শর্তগুলোর ব্যাপারে খুব সতর্ক বিশেষ করে ইএসএস৭ অনুযায়ী যেগুলো স্পর্শকাতর। বিশেষ ইস্যু এবং সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতেই কেবল প্রকল্পের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদানের শর্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে। ছাড় দেয়ার কোন অনুরোধ থাকলে তাতে নির্বাহী পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন লাগবে। এই ধরণের কোন প্রস্তাব অধিক গুরুত্বর্পণ বলে বিবেচিত হলে, ছাড় দেয়ার সম্ভাব্য অনুরোধ সম্পর্কে ঋণ গ্রহীতা প্রকল্পের মেয়াদকালেই অবহিত করবে। নির্বাহী পরিচালকদের বোর্ডের কাছে ব্যবস্থাপনা বিস্তারিত সুপারিশ করবে

এবং তারা ছাড় দেয়ার বিষয়টি অনুমোদনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে। ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে যে, ছাড় প্রদানের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উপস্থাপিত সকল নথিপত্রে প্রাসঙ্গিক ইস্যুগুলোর সম্পূর্ণ বিবরণ রয়েছে।

৫৫. প্রথম খসড়ার তুলনায় ইএসএস৭ দ্বিতীয় খসড়ায় পরিবর্তনসমূহ

- খসড়ার প্রযোজ্যতার জন্য বিকল্প পদ্ধতির দফায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত মানদণ্ডের বিষয়টি মুছে ফেলা হয়েছে।
- ঐতিহ্যগত বা প্রথা অনুযায়ী মালিকানা সাপেক্ষে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রভাব সম্পর্কিত পাঠ এবং আদিবাসীদের ভূমি অধিকারের আইনগত স্বীকৃতির ব্যাখ্যা এবং জোরদার করা হয়েছে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সংশ্লিষ্ট আদিবাসীদের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়বে না তা সুস্পষ্ট করতে এফপিআইসি নিশ্চিত করা যায়নি বলে প্রকল্পে বিভিন্ন অংশের প্রক্রিয়া সীমিতকরণ সংক্রান্ত বাক্য সংশোধন করা হয়েছে।
- আদিবাসীদের স্থানান্তর সম্পর্কিত বাক্য সংশোধন করে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যক্তি পর্যায়ে বা সমষ্টিগতভাবে আইনগত মালিকানা ভোগ করুক বা না করুক, ঋণ গ্রহীতাকে অবশ্যই এফপিআইসি পেতে হবে।

৫৬. ইএসএস৮: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য - সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি, আলোচনা জোরদারকরণ

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে এমন সব প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইএসএস৮ প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পে মূর্ত ও বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য অন্যান্য পন্থার সাথে দৈব সন্ধান পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। ইএসএস৮ চায় যে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে। ইএসএস৮ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চিহ্নিত এবং অন্যান্য বিশেষ শর্ত নির্ধারণ করে যেখানে প্রকল্প বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবহার করে।

৫৭. আলোচনা ভিত্তিতে মতামত: ইএসএস৮ সংক্রান্ত বেশিরভাগ মতামতই সমর্থনমূলক ছিল। ইস্যু বিশেষজ্ঞরা বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যুক্তি দেখিয়েছেন।

৫৮. আলোচনা: জনগোষ্ঠীর কিছু গ্রুপের জন্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেবল একটি প্রকল্প এলাকার ভৌত দিকগুলো নির্দেশ করে না। রীতি, উপস্থাপন, জ্ঞান, ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও অন্যান্য অবস্তুগত বিষয় সংস্কৃতিক পরিচয় ও রীতি এবং উন্নয়নের জন্য একটি প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে, বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার এই ভূমিকা বিবেচনায় নিতে হবে।

৫৯. প্রথম খসড়ার তুলনায় ইএসএস৮ দ্বিতীয় খসড়ায় পরিবর্তনসমূহ

- একটি প্রকল্পের ভৌত অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে খসড়া মানদণ্ড প্রয়োগের আওতা বাড়ানো হয়েছে।

- আইনত সুরক্ষিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এলাকার ধারণা চালু করা হয়েছে।

- প্রস্তাবিত ইএসএফ পদ্ধতিতে অন্যান্য মানদণ্ডের সঙ্গে আরও বেশি সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার জন্য মানদণ্ড সংক্রান্ত বাক্য সংশোধন করা হয়েছে।

৬০. ইএসএস৯: আর্থিক মধ্যস্থতাকারী - এফআই ব্যবস্থাপনা সামর্থ বৃদ্ধি এবং উচ্চ ঝুঁকির ওপর গুরুত্ব আরোপ

পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনাসমূহ কিভাবে মধ্যস্থতায় ঋণ প্রদানে বিবেচনায় নেয়া হতে পারে এবং নেয়া উচিত সে বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্বেগ আমলে নিয়ে, বিশ্বব্যাংক একটি মানদণ্ডে আইএফ সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান নীতি বিধানগুলো সুদৃঢ় করেছে এবং এতে এফআই পদ্ধতির মধ্যেই সাংগঠনিক সামর্থ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এফআই এর প্রকৃতির সঙ্গে পরিবেশগত ও সামাজিক পদ্ধতির ভারসাম্য আনয়ন এবং প্রকল্প ও সম্ভাব্য উপপ্রকল্পগুলোর সঙ্গে যুক্ত ঝুঁকি ও প্রভাবের মাত্রা স্থির করতে ইএসএস৯ এ একটি এফআই প্রয়োজন। এফআই পদ্ধতিতে ইএসএস২ এবং ইএসএস৯ এর শর্ত পূরণ করা এবং সকল উপপ্রকল্প যাচাই, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। ইএসএস৯ চায় যে, সকল উপপ্রকল্প জাতীয় পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তাবলী পূরণ করবে। এছাড়া, পুনর্বাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নগণ্য মাত্রার চেয়ে বেশী ঝুঁকি ও প্রভাব, আদিবাসীদের ওপর প্রতিকুল ঝুঁকি বা প্রভাব, অথবা পরিবেশ, কমিউনিটি স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি বা প্রভাব থাকলে উপপ্রকল্পগুলো ইএসএসএস সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট শর্তগুলো প্রয়োগ করবে। এফআইএস পদ্ধতি তাদের পরিবেশগত ও সামাজিক কাজকর্ম সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের কাছে বার্ষিক রিপোর্ট জমা দিবে।

৬১. আলোচনার ভিত্তিতে মতামত: স্টেকহোল্ডাররা আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের জন্য একটি পৃথক মানদণ্ড নিয়ন্ত্রণ শর্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্মত হয়নি। পৃথক মানদণ্ড রাখার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকারী কয়েকজন আলোচনায় অংশগ্রহনকারী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কেবল মধ্যস্থতায় ঋণ প্রাপ্ত উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন উপপ্রকল্পগুলোতেই নয়, বরং উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি সম্পন্ন উপপ্রকল্পগুলোতেও ইএসএসএস প্রয়োগ করা উচিত।

৬২. আলোচনা: বিশ্বব্যাংক টেকসই আর্থিক খাতের উন্নয়নে সহায়তা প্রদান এবং স্থানীয় মূলধন ও আর্থিক বাজারের ভূমিকা জোরদার করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এফআইসমূহ পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং মনিটরিং জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করলে, বিশ্বব্যাংককে নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কার্যকর পরিবেশগত ও সামাজিক পদ্ধতি গ্রহন ও বাস্তবায়ন করবে যেখানে তারা দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ঋণ প্রদান করে। ব্যবস্থাপনা মনে করে যে, এফআই প্রদত্ত অর্থায়নের ধরণ ও ব্যাপ্তি অনুযায়ী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে পৃথক মানদণ্ড থাকলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

৬৩. প্রথম খসড়ার তুলনায় ইএসএস৯ দ্বিতীয় খসড়ায় পরিবর্তনসমূহ

- খসড়া মানদণ্ডটিকে এফআই এর জন্য একটি পৃথক মানদণ্ডে পরিণত করার জন্য পুনর্গঠন করা হয়েছে, এতে যথাসম্ভব বিশ্বব্যাংকের কর্মকাণ্ডের উল্লেখ বাদ দেয়া হয়েছে। এসব তথ্যসূত্র এখন ইএসপি -তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- এই ধরণের উপপ্রকল্পে ইএসএস প্রযোজ্যতা পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রথম খসড়ায়, ইএসএস শুধুমাত্র উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন এফআই উপপ্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এখন, ইএসএস সংশ্লিষ্ট সকল দিক যে কোনো এফআই উপপ্রকল্পের ক্ষেত্রে

অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে, যেগুলোতে পুনর্বাসন (যদি সংশ্লিষ্ট প্রভাব নগণ্য না হয়), আদিবাসী লোকদের ওপর প্রতিকুল ঝুঁকি বা প্রভাব অথবা পরিবেশের উপর উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি বা প্রভাব, কমিউনিটি স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর বিরূপ ঝুঁকি বা প্রভাব জড়িত।

- এফআই উপপ্রকল্পের ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং ঝুঁকি সংক্রান্ত বিবরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের বিষয় বিশ্বব্যাংককে অবহিত করবে।

- এফআই পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয় বাদ দেয়া তালিকার উল্লেখের পরিবর্তে আইনি চুক্তিতে তালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয় বাদ দেয়ার বিষয়ে সব এফআই উপপ্রকল্প যাচাই করার শর্ত যুক্ত করা হয়েছে।

৬৪. ইএসএস১০: তথ্য প্রকাশ ও স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা - স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং অর্থপূর্ণ আলোচনা

ইএসএস১০ অনুযায়ী, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও শ্রমিকসহ স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা প্রকল্পের টেকসই উন্নয়ন ফলাফল অর্জনের জন্য অপরিহার্য। ইএসএস১০ চায় যে, প্রকল্পের পুরো মেয়াদকালে প্রকল্পের ধরণ ও আকার অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতা স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করবে। ঋণ গ্রহীতাকেই স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত এবং একটি উপযুক্ত স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে হবে। ইএসএস১০ সকল স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনা সহ সম্পৃক্ততা কিভাবে হওয়া উচিত, ঋণ গ্রহীতাকে কিভাবে প্রকল্পে পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে অবহিত করবে এবং স্টেকহোল্ডারদের উদ্বেগ দূর করার জন্য অভিযোগ প্রতিকার কৌশল সম্পর্কিত শর্তাবলী নির্ধারণ করবে।

৬৫. আলোচনার ভিত্তিতে মতামত: খসড়া ইএসএস১০ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাংকের জন্য একটি মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। স্টেকহোল্ডাররা প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে স্টেকহোল্ডারদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রস্তাবিত সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়া জোরদার করার পরামর্শ দিয়েছেন। তারা প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যমান ক্ষোভ প্রশমন প্রক্রিয়া জোরদার করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

৬৬. আলোচনা: ব্যবস্থাপনা মনে করে যে, একটি প্রকল্প স্টেকহোল্ডারদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হলে, অথবা তারা একটি প্রকল্পের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকলে, স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের একটি প্রক্রিয়া প্রকল্প ফলাফলে পরিবেশগত ও সামাজিক স্থায়িত্ব উন্নত করতে সাহায্য করে। সকল স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে তাদের আগ্রহের প্রকৃতি অনুযায়ী উপযুক্ত একটি পদ্ধতিতে এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কে অর্থপূর্ণ আলোচনা করতে হবে।

৬৭. প্রথম খসড়ার তুলনায় ইএসএস১০ দ্বিতীয় খসড়ায় পরিবর্তনসমূহ

- দ্বিতীয় খসড়া মানদণ্ডে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার একটি নতুন লক্ষ্য হিসেবে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্পের জন্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আগ্রহ ও সমর্থনের মূল্যায়ন যোগ করা হয়েছে। লক্ষ্যসমূহের মধ্যে কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পৃক্ততার উল্লেখ করা হয়েছে।

- সকল স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে তাদের আগ্রহের প্রকৃতি অনুযায়ী উপযুক্ত একটি পদ্ধতিতে এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কে অর্থপূর্ণ আলোচনা করতে হবে।

- ঋণ গ্রহীতাদের একটি প্রকল্পের পুরো মেয়াদে স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে সম্পৃক্ততার তথ্য রাখতে হবে।

- উচ্চ মাত্রার ঝুঁকি সম্পন্ন প্রকল্পের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সনাক্তকরণ এবং বিশ্লেষণের জন্য নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত রাখার একটি শর্ত চালু করা হয়েছে।

ঙ. বিশ্বব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতাদের জন্য দিকনির্দেশনা

৬৮. নতুন প্রস্তাবিত ইএসএফ বিশ্বব্যাংকের বিদ্যমান সুরক্ষা নীতির তুলনায় সুস্পষ্ট এবং একই সময়ে ব্যাপকতর। কোডে উপস্থাপিত বিষয়গুলোতে বিশ্বব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতাদের জন্য সব বাধ্যতামূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশ্বব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতারা নতুন কাঠামো কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করে বলে, বাধ্যতামূলক নিয়মগুলো বিশ্ব ব্যাংকের কর্মী এবং ঋণ গ্রহীতাদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রণীত অতিরিক্ত অ-বাধ্যতামূলক দিকনির্দেশনার সঙ্গে যুক্ত হবে। এসব দিকনির্দেশনায় আরো কিছু যুক্ত হতে পারে যেমন, টেমপ্লেট বা ভাল রীতির উদাহরণ। বিশেষ পরিস্থিতিতে (যেমন, নির্দিষ্ট খাতে) এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের (যেমন, জেন্ডার, প্রতিবন্ধী, যৌণ প্রকৃতি, জেন্ডার পরিচয় ও মত প্রকাশ (সোগি), জলবায়ু পরিবর্তন) ক্ষেত্রে ইএসএফ প্রয়োগের ব্যাখ্যা করার জন্য দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করা হবে।

চ. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতি

৬৯. প্রস্তাবিত ইএসএফ গ্রহনের জন্য ইএসএফ -এ বিদ্যমান পরিভাষা ও ধারাবাহিকতার প্রতিফলন ঘটাতে ওপি১০.০০ (বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন) পদ্ধতিতে এবং তথ্য লাভ সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের নীতিতে যথাযথ সমন্বয় ঘটানোর প্রয়োজন হতে পারে।

৪. সর্বস্তরের উন্নয়ন ইস্যু

৭০. ২০১২ সালের উদ্যোগ পত্রের প্রত্যাশা অনুযায়ী, সুরক্ষা নীতি পর্যালোচনায় ব্যক্ত বেশ কিছু জটিল ও বিকাশমান উন্নয়ন ইস্যু প্রস্তাবিত কাঠামোতে ওঠে এসেছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শেয়ারহোল্ডারদের বিশেষ উদ্বেগ রয়েছে।

৭১. মানবাধিকার। অনেক বিনিয়োগ প্রকল্পে, বিশ্বব্যাংক উন্নত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা এবং এই ধরনের সেবা লাভের উন্নত সুযোগ সহ মানবাধিকার প্রত্যাশা পূরণের প্রয়াস এগিয়ে নিতে সরাসরি সহায়তা দেয়। প্রধান মূল্যবোধগুলোতে ব্যক্তির মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা সহ মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আলোচনা, অংশগ্রহণ, বৈষম্যহীনতা, এবং পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের পরিচালন নীতি ও অনুসৃত রীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক তার উন্নয়ন উদ্যোগ এবং ঋণ গ্রহীতাদের সঙ্গে তার মতবিনিময়কালেও এই ধরণের মূল্যবোধ বজায় রাখাতে চায়।

৭২. আলোচনার ভিত্তিতে মতামত: পরামর্শমূলক সভার দুটি পর্যায়েই মানবাধিকার প্রসঙ্গ ছিল সবচেয়ে বেশী আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়। স্টেকহোল্ডারদের মতামতে সরাসরি মানবাধিকারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন এবং প্রথম খসড়ার বিবৃতিতে প্রস্তাবিত শব্দাবলীতে একমত পোষণ করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিস্থিতিতে অর্থ সহায়তা প্রদান না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। খসড়ায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, বিশ্ব ব্যাংক মানবাধিকার সমর্থন করে এবং ঋণ গ্রহীতাদের মানবাধিকার বাধ্যবাধকতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। কিছু স্টেকহোল্ডার যুক্তি দেখিয়েছে যে, বিশ্বব্যাংকের উচিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিপত্রগুলোর প্রতি স্বীকৃতি প্রদান ও সেগুলো প্রয়োগ করা।

৭৩. আলোচনা: ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ে ব্যক্ত অনেক মতামত গভীরভাবে বিবেচনা করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, প্রকল্প পর্যায়ে মানবাধিকার ফলাফল সমর্থন করতে প্রস্তাবিত ইএসএফ এর জন্য আইনগত ও ব্যবহারিক সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্ব ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে বিদ্যমান বিবেচনাযোগ্য প্রভাব। বিশ্বব্যাংকের এবং জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা ও ট্রাইবুনালের ম্যান্ডেট এবং সেইসাথে বিশ্বব্যাংকের অভ্যন্তরে বিদ্যমান জবাবদিহিতা পদ্ধতির প্রকৃতি ব্যবস্থাপনা বিবেচনা করেছে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, ঋণ গ্রহীতার মানবাধিকার প্রতিপালন করার বিষয়টি ইএসএফ অনুযায়ী শর্ত হিসেবে যুক্ত করার প্রস্তাব করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ব্যবস্থাপনা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় একমত পোষণ করে। কিন্তু এই ঘোষণা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির অধীনে ঋণ গ্রহীতাকে শর্ত পূরণে বাধ্য করতে পারে না। ব্যবস্থাপনা অঙ্গীকারবদ্ধ যে, বিশ্ব ব্যাংক সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে সাফল্য রেখেছে ও অব্যাহত রাখবে এবং তাদের প্রকল্প ও অন্যান্য অনেক সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে তারা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিগুলোর মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা অর্জনের লক্ষ্যে আগ্রহী দেশগুলোকে সহায়তা দিয়ে যাবে।

প্রস্তাবিত ইএসএফ এ মানবাধিকার বিশ্লেষণ এবং এগুলো আদায় করতে বিশ্বব্যাংকের অবদান কাঠামোর রূপরেখায় এবং মানদণ্ড সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রধান বিধানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট মানবাধিকার নীতিমালা (যেমন, বৈষম্যহীনতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা) সম্পূর্ণ কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ইএসএসএস এর মধ্যে, এসব নীতিমালার প্রতি অঙ্গীকার ইএসএস১ এর অধীনে পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের সঙ্গে আরম্ভ করা হয়েছে। এটি বৈষম্যহীনতা সংক্রান্ত মূল নীতি নিয়ে যাত্রা শুরু করে, সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো বিবেচনা করতে ঋণ গ্রহীতাদের বাধ্য করছে। সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবের সঙ্গে সনাক্তযোগ্য ঝুঁকিগুলোর একটি প্রশমন কৌশলের মাধ্যমে সুরাহা করতে হবে। এই ধরণের মূল্যায়ন ও প্রশমন প্রস্তাবিত ইএসপি এর অধীনে তাদের যথাযথ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ব্যাংকের পর্যালোচনার বিষয়।

৭৪. **জলবায়ু পরিবর্তন।** জলবায়ু পরিবর্তন এই দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ইস্যু। বিশ্বব্যাংক এই ইস্যুর মৌলিক গুরুত্ব স্বীকার করে এবং তা মোকাবেলার লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কৌশল প্রণয়ন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকল্প পর্যায়ে সুরক্ষার প্রভাব সীমাবদ্ধ হতে পারে, তবুও, প্রস্তাবিত ইএসএফ পদ্ধতিতে জিএইচজি নির্গমন প্রাক্কলন সহ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন বিবেচনার বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

৭৫. আলোচনার ভিত্তিতে মতামত: আলোচনা চলাকালে, কিছু স্টেকহোল্ডার যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রস্তাবিত ইএসএফ এ জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু অভিযোজন ও জলবায়ু সহিষ্ণুতার সুস্পষ্ট উল্লেখ ও বিধান থাকা উচিত। কেই কেউ সম্পূর্ণ কাঠামো কর্মসূচির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিবেচনাগুলোর সমন্বয় ঘটানোর পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যরা প্রস্তাবিত কাঠামোকে জলবায়ু চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা চলার সময়ে জলবায়ূ পরিবর্তন ইস্যুর জন্য যথাযথ প্লাটফরম হিসেবে দেখছেন না।

৭৬. আলোচনা: বৈশ্বিক আলোচনা প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত বাইরের জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের এক সভায় বলা হয়েছে যে, প্রস্তাবিত ইএসএফ প্রযোগ করা গেলেই কেবল বিশ্বব্যাংক একটি প্রকল্প-পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ভিন্ন ফলাফল আসতে পারে। ব্যবস্থাপনা এসব বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়নের সঙ্গে একমত যে, বিশ্বব্যাংকের প্রধান অবদান হতে হবে প্রকল্প-পর্যায়ে সুরক্ষার চেয়ে বরং নীতি ও সংলাপ পর্যায়ে। ইএসএস পদ্ধতিতে পরিবেশগত মূল্যায়ন, ইএসএস৩ পদ্ধতিতে সম্পদ ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং জিএইচজি প্রাক্কলন ব্যবস্থার মাধ্যমে, অভিযোজনের মাধ্যমে ইএসএস৪ এ এবং ইএসএস৬ সহ বেশ কিছু নতুন মানদণ্ড অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা হচ্ছে।

৭৭. ঋণ গ্রহীতার কাঠামো কর্মসূচি ব্যবহার। অনেক ঋণ গ্রহীতা দেশ, বিশেষ করে মধ্যম আয়ের দেশগুলো অনুরোধ জানিয়েছে যে, বিশ্ব ব্যাংক ইএসএসএস এর উদ্দেশ্য ও শর্ত পূরণ করার জন্য জাতীয় কাঠামো কর্মসূচি ব্যবহার করতে পারে। জাতীয় পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোতে রয়েছে, দেশের আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে অঙ্গীকারসমূহ এবং যোগ্য কর্তৃপক্ষ, প্রক্রিয়া ও রীতিসমূহ যা এগুলোকে কার্যকর রাখছে। জাতীয় কাঠামো ব্যবহারের সুবিধা হচ্ছে, (১) ঋণগ্রহীতার পক্ষে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মালিকানাসুলভ একটি ব্যাপক ধারণা সৃষ্টি, (২) প্রকল্প মূল্যায়ন ও অনুমোদনে জাতীয় প্রক্রিয়া এবং বিশ্বব্যাংকের প্রক্রিয়া উভয় ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি হ্রাস; এবং (গ) ঋণ গ্রহীতার কাঠামো কর্মসূচি ও উন্নয়নের সুযোগগুলো চিহ্নিতকরণের জন্য সুযোগ।

৭৮. আলোচনার ভিত্তিতে মতামত: বিশ্ব ব্যাংকের সদস্য দেশগুলো ও সুশীল সমাজের মধ্যে একটি ব্যাপক ঐক্যমত্য রয়েছে যে, ঋণ গ্রহীতার কাঠামো কর্মসূচির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের প্রবণতা সামগ্রিকভাবে স্বাগত জানানো হয়, কারণ এটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে অবদান রাখে। পরিবেশগত ও সামাজিক অধিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতাসম্পন্ন ঋণ গ্রহীতারা বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পে তাদের নিজস্ব পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো ব্যবহার করার জন্য একটি দৃঢ় অগ্রাধিকার ব্যক্ত করেছে। অন্য দিকে, উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে যে, ঋণ গ্রহীতার কাঠামো ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত সক্ষমতা প্রয়োজন এবং যেখানে সক্ষমতা কম বা নিয়ন্ত্রক কাঠামো ও তাদের বাস্তবায়ন দুর্বল সেখানে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতার মান নেমে যেতে পারে। জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ঋণ গ্রহীতার কাঠামো উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণের যে কোন পদ্ধতি ইএসএফ এর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কিছু শেয়ারহোল্ডার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, ঋণ গ্রহীতার কাঠামো বিবেচনা বা মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা ঋণ গ্রহীতা ও বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষ কঠিন হতে পারে।

৭৯. আলোচনা: বিশ্বব্যাংক অনেক বছর ধরে ঋণ গ্রহীতার কাঠামো কর্মসূচি ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০৫ সালে, নির্বাহী পরিচালক বোর্ডে ব্যাংক-সমর্থিত প্রকল্পগুলোতে (ওপি৪.০০) পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়গুলোর সমাধানে ঋণ গ্রহীতার পদ্ধতির পরীক্ষামূলক ব্যবহার সংক্রান্ত একটি পরিচালন নীতি অনুমোদন করা হয়েছে। এই নীতি সফল না হওয়ার ফলে ধারণা করা হয় যে, দেশের কাঠামো বিশ্বব্যাংকের কাঠামোর সমতুল্য হলে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য সেটি অনুমোদন করা যেতে পারে।

তবে বিশ্বব্যাংক ঋণ গ্রহীতার কাঠামোর মূল্যায়নের মাধ্যমে, প্রকল্প থেকে প্রকল্পে একটি ক্রমবর্ধমান বিকাশের ভিত্তিতে জাতীয় কাঠামো জোরদার করার সুযোগ চিহ্নিত করার জন্য ব্যাপক সম্ভাবনা স্বীকার করে। বিশ্বব্যাংক ঋণ গ্রহীতার কাঠামোর আরো ব্যবহার ও জোরদার করতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকলেও, পরিবেশগত ও সামাজিক শর্ত পূরণে সামর্থের ঘাটতি ও শক্তি সম্পর্কে উদ্বেগ দূর করতে হবে। ব্যবস্থাপনা ইএসএফ পদ্ধতিতে সুস্পষ্ট নির্দেশনায় প্রস্তাব দিয়েছে যে, বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড সবসময় পূরণ করতে হবে। প্রকল্প মূল্যায়নকালে, ঋণ গ্রহীতাদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যেসব পদক্ষেপ ও শর্ত পূরণ করতে হবে সেগুলো ইএসসিপি-তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা প্রকল্পের আইনগত চুক্তির সাথে সংযুক্ত।

ঝুঁকিপূর্ণ ও সংঘাতময় পরিস্থিতিতে (এফসিএস) সামর্থ গঠনের বিষয়ে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনায় কম সামর্থের দেশগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এই ধরণের পরিস্থিতিতে, বিশ্বব্যাংক বিদ্যমান কর্মসূচির ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে সক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে কাজ করবে। এই কাজে দেশের নিজস্ব সম্পদ, ঋণগ্রহন, পুনর্বার বরাদ্দ করার জন্য পরমর্শমূলক সেবা, দাতা তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের বাজেট সহ, বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থায়ন করা হবে। এছাড়া, ব্যবস্থাপনা একটি বহুদাতা ট্রাস্ট ফান্ড (এমডিটিএফ) প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

ঋণগ্রহীতার কাঠামোর বিভিন্ন দিক পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে বিশ্বব্যাংক সিদ্ধান্ত নিবে। পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য ঋণ গ্রহীতার কাঠামো ব্যবহার করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিটি পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনায় আরো বিস্তারিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে।

৫ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

৮০. প্রস্তাবিত কাঠামোকে জোরদার বাস্তবায়ন ব্যবস্থার দ্বারা আরো শক্তিশালী করা হবে। আরো বেশী নিয়মানুগভাবে প্রকল্প পর্যায়ে ব্যাপক ভিত্তিক ইস্যুর সুরাহা করার জন্য বিশ্বব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার সামর্থ জোরদার করা প্রয়োজন। কাঠামো প্রবর্তনের ফলে প্রকল্প-পর্যায়ে তদারকি ও দিকনির্দেশনা, কর্মীদের দক্ষতা জোরদার, এবং বাস্তবায়নকালে ঋণ গ্রহীতাদের পরিচালন সামর্থ জোরদার করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ব্যাপক উদ্যোগে সহায়ক হবে। আইইজি ও অন্যান্য এমডিবি থেকে শিক্ষা লাভ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, বিশ্ব ব্যাংকের বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোতে পরিবেশগত ও সামাজিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে কার্যকরভাবে অর্থায়নের জন্য এসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যবস্থাপনা নতুন ইএসএফ প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা এবং বাস্তবায়নে একটি উচ্চ মানদণ্ড নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের সংস্থান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

৮১. নির্বাহী পরিচালনা পর্ষদ থেকে অনুমোদন লাভের পর ইএসএফ কার্যকর হবে। ধরে নেয়া হয়েছে যে, ইএসএফ কার্যকর করার তারিখের পর অনুমোদনপ্রাপ্ত সব নতুন আইপিএফ পদ্ধতির ক্ষেত্রে ইএসএফ প্রযোজ্য হবে। ইএসএফ কার্যকর তারিখের পূর্বে ব্যবস্থাপনা থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলো বিশ্ব ব্যাংকের বিদ্যমান সুরক্ষা নীতির বিষয় হবে.

৮২. এই প্রস্তাবনার অনুরূপ পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো কর্মসূচি অন্যান্য এমডিবি দ্বারা পরীক্ষিত এবং সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। তাসত্ত্বেও, বিশ্ব ব্যাংক পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ইএসএফ এর বিধানগুলোর প্রযোজ্যতা পরীক্ষা করবে। বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে নিয়োজিত কারিগরি বিশেষজ্ঞদের এবং টাস্ক টিম (এবং বিশেষ করে যারা জ্বালানি, পরিবহন এবং অবকাঠামো প্রকল্পে কাজ করে) বিদ্যমান প্রকল্পের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত ইএসএফ (নীতি, মানদণ্ড ও পদ্ধতি) বিশ্লেষণ করবে। এই পরীক্ষামূলক পর্যায়টি ২০১৫ সালের মে মাসে শুরু হয়েছে এবং নির্বাহী পরিচালনা পর্ষদের চূড়ান্ত অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। ইএসএফ চূড়ান্ত খসড়ায় বিধি-বিধান সংশোধন করার জন্য ব্যবস্থাপনা যে কোনো প্রয়োজন মেটাবে।

৮৩. বিশ্ব ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের সঙ্গে বাস্তবায়নের বোঝা বৃদ্ধির আশা করে না। এটির অনুরূপ কাঠামো বাস্তবায়নে অন্যান্য এমডিবি'র অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, একটি ঝুঁকি-ভিত্তিক, ফলাফল-মুখী পদ্ধতি পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকির একটি সম্প্রসারিত আওতায় অতিরিক্ত প্রয়াস দাবি করে। বিশ্বব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতা সম্মত হলে, ঋণ গ্রহীতার কাঠামোর উপাদান ব্যবহার করার মাধ্যমে কার্যকর সুফল লাভ করা যায়। এই বিষয়টি এড়ানোর সুযোগ ঋণ গ্রহীতা ও বিশ্বব্যাংক উভয়ের জন্য সুবিধাজনক। ভূমিকা ও দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে বন্টনের মাধমে কাজের সামর্থ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং অভিযোজনমূলক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কেবল ইএসএস সংক্রান্ত প্রযোজ্য বিষয়গুলোর বাস্তবায়নে গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রস্তাবিত অভিযোজনমূলক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ঋণ গ্রহীতাকে প্রকল্পের সম্ভাবনা যাচাই এবং কোন কোন ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সুরাহা করতে হবে অথবা করতে হবে না তা নির্ধারণ করার সুযোগ দেয়। এই পদ্ধতি প্রকল্পের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে এমন বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ ও সুরাহার করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার চেয়ে বরং প্রধান ইস্যুগুলোতে সম্পদ নিয়োজিত করার জন্য ঋণ গ্রহীতাদের সুযোগ করে দেয়।

৮৪. **জবাবদিহিতা:** সুস্পষ্ট জবাবদিহিতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন কাঠামো পর্যাপ্ত ভারসাম্য বজায় রাখার সঙ্গে কার্যকর ঝুঁকি মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নলিখিত কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়ন পরিচালিত হতে হবে, মূল উপাদানগুলোর ব্যাপারে ইতোমধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে :

- ব্যাংকের অভ্যন্তরে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি সংক্রান্ত কাজকর্ম মূলত ওপিসিএস, জিপিজিএস (ইএনআর: পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ; এসইউআরআর: নাগরিক, গ্রামীণ ও সামাজিক উন্নয়ন), এলইজি (লেজেন) এবং টাস্ক টিমের সদস্যদের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়;

- পরিবেশগত ও সামাজিক মান বিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা ইএসএফ প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান, ইএসএফ এর শুদ্ধতা ও বিশ্বব্যাংকের যথাযথ পদক্ষেপ নিশ্চিতকরণ এবং ইএসএফ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্ট প্রদানের জন্য দায়িত্বশীল হবেন;

- ওপিসিএস পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোর সাধারণ তদারকির জন্য দায়ী এবং জবাবদিহিতা করবে;

- দুটি বৈশ্বিক রীতি (ইএনআর; এসইউআরআর) পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য দায়ী এবং জবাবদিহিতা করবে;

- টাস্ক টিম (ইএসএফ স্বীকৃত কর্মী সহ) প্রকল্প পর্যায়ে বাস্তবায়ন সহায়তা ও কার্যক্রম তদারকির বিষয়ে জবাবদিহিতা করবে;

- উচ্চ বা অনেক বেশী ঝুঁকি সম্পন্ন, সংবেদনশীল বা জটিল প্রকল্প এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত চ্যালেঞ্জিং সমস্যার জন্য পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড সংক্রান্ত প্রধান কর্মকর্তাকে সভাপতি করে একটি পরিচালনাগত পরিবেশগত ও সামাজিক পর্যালোচনা কমিটি (ওইএসআরসি) প্রতিষ্ঠা করা হবে;

- ওপিসিএস এর অধীন একটি পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড উপদেষ্টা টিমের মাধ্যমে নীতি ও প্রকল্প তদারকি ও দিকনির্দেশনা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে, সব অঞ্চলে প্রকল্প তদারকি ও মান নিশ্চিতকরণে একটি অধিকতর সুসংগত পদ্ধতির জন্য এতে আঞ্চলিক সুরক্ষা উপদেষ্টা দল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

- ওপিসিএস (চেয়ার), এলইজি, ইসিআর, বৈশ্বিক রীতি সম্পৃক্ত করে এবং সর্বস্তরে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সমন্বয় কার্যক্রম গড়ে তোলা হবে।

৮৫. পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন সহায়তা: বিশ্বব্যাংকের দিক থেকে কার্যকর পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য জোরদার বাস্তবায়ন ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিশ্বব্যাংকের টাস্ক টিম ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে একটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন চাইবে এবং রিপোর্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে আলোচনা করে একমত হবে। প্রতিবেদনটি হবে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক সাফল্যের একটি সঠিক ও হালনাগাদ সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাতে ইএসসিপি-তে নির্ধারিত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপসহ পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তাবলীর ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক ইএসসিপি-তে নির্ধারিত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপসহ আইনি চুক্তিতে নির্ধারিত পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তাবলীর ওপর ঋণ গ্রহীতার তদারকি রিপোর্ট পর্যালোচনা করবে। পর্যালোচনাকালে আইনগত চুক্তির শর্ত পূরণে ঋণ গ্রহীতার আওতা বিবেচনা করবে। পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট পর্যালোচনাকালে, ব্যাংক প্রকল্পের অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা এবং স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার মাত্রা সম্পর্কে বিশেষভাবে নজর দিবে।

৮৬. বিশ্বব্যাংক যদি মনে করে যে, ঋণ গ্রহীতা পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তগুলো যথেষ্ট মেটাতে পারছে না, সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক উদ্বেগের বিষয়গুলো চিহ্নিত করবে এবং ঋণ গ্রহীতার এগুলোর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ এবং এই ধরনের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ প্রয়োগের বিষয়ে একমত হওয়ার জন্য একটি সময়সীমা ও ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করবে। প্রয়োজন হলে, ব্যাংক প্রকল্প এলাকাগুলো পরিদর্শন করবে। ঋণ গ্রহীতা যেসব পরিবেশগত ও সামাজিক শর্ত পূরণ করছে না, সেই ইস্যুগুলোর তাৎপর্য এবং ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে আলোচনা ও চুক্তির ফলাফলগুলো বিবেচনায় নিয়ে, প্রকল্পের ঝুঁকি শ্রেণীকরণ পরিবর্তন করতে হবে কিনা টিটি তা বিবেচনা করবে।

৮৭. জ্ঞান বিনিময়: দিক নির্দেশামূলক উপকরণ ও সহায়িকা উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপে সুসংগত পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য বিষয়ভিত্তিক অনুশীলন গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৮৮. পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে পদ্ধতিগত ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি (সর্ট) প্রবর্তন করার মাধ্যমে, ব্যাংক কিন্তু, শুধুমাত্র প্রকল্প প্রণয়নকালেই নয় বরং প্রকল্প বাস্তবায়নকালেও, তার সামগ্রিক ঝুঁকি মূল্যায়নের অংশ হিসেবে পদ্ধতিগতভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিগুলোর রেটিং করছে।

- কারিগরি বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ: ব্যবস্থাপনা সব প্রকল্পে যথাযথভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত সামাজিক ও পরিবেশগত বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শদাতাদের নিয়োগ করবে। উচ্চ-ঝুঁকি সম্পন্ন কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে অভিজ্ঞ পরিবেশগত ও সামাজিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পরিচালিত হবে।

- ঝুঁকি শ্রেণীবিভাগ: ইএসএফ এর আওতায়, প্রকল্প প্রণয়নকালে নির্ধারিত সুরক্ষা সংক্রান্ত ঝুঁকির রেটিং এ, বি, সি, শ্রেণীর প্রেক্ষিতে প্রকল্পের প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নকালে চার ধরণের ঝুঁকি অনুযায়ী সব প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিসমূহ নিয়মিত ও অব্যাহতভাবে মূল্যায়নের পরবর্তী পর্যায়ে আপগ্রেড করা হবে।

- পোর্টফোলিও ঝুঁকি স্ক্যান: অতিরিক্ত মনোযোগ ও সম্পদ প্রয়োজন হতে পারে এমন প্রকল্প চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে সময়ে সময়ে বিশ্বব্যাংক পোর্টফোলিও স্ক্যান করা হবে।

৮৯. স্বীকৃতি ও পেশাগত মান: ইএসএফ স্বীকৃত কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য বিশ্বব্যাংকের কর্মীদের জন্য মূল যোগ্যতার শর্ত ও পেশাগত মানদণ্ড নির্ধারণ, ইএসএফ স্বীকৃত প্রক্রিয়া পরিচালনা; এবং কার্যকরভাবে ইএসএফ বাস্তবায়নে সম্পদ ও যোগ্যতার পর্যাপ্ততা নিরীক্ষণ করার লক্ষ্যে পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড সংক্রান্ত প্রধান কর্মকর্তার নেতৃত্বে পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড বিষয়ক স্বীকৃতি প্যানেল (এপিইএসএস) গঠন করা হয়েছে।

৯০. দক্ষতা উন্নয়ন: বিশ্বব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীরা নতুন পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামোতে নীতিমালার বিষয়ে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ অনুসরণ করবে। ২০১৬ সালের জন্য একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৯১. সামর্থ গড়ে তোলা : একটি দেশের সামর্থ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশটির নিজস্ব সম্পদ, ঋণ, পুনরায় বরাদ্দ প্রদান পরামর্শমূলক সেবা এবং বিশ্বব্যাংকের বাজেটসহ যথাযথ অর্থায়নের সুযোগ থাকতে হবে। সামর্থ গঠনমূলক কাজে সহায়তা দিতে মূল তহবিল বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থাপনা প্রস্তাব দিচ্ছে না, বরং, তারা একটি এমডিটিএফ প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেখানে শেয়ারহোল্ডারদের অবদান রাখার জন্য আহ্বান জানানো হবে। বিভিন্ন শেয়ারহোল্ডার ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে পদ্ধতিগত সামর্থ গঠন কর্মসূচির সঙ্গে বিদ্যমান অর্থায়নের সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে। নির্বাহী পরিচালকরা কর্মকাণ্ডের গভীরতা ও আওতার বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে তা নিশ্চিত করতে অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করে কোড পদ্ধতির সঙ্গে কৌশলগত সামর্থ গড়ে তোলার একটি কর্মসূচি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা সংলাপ চালিয়ে যাবে। ব্যবস্থাপনা নতুন ইএসএফ অনুমোদন ওপর প্রতি বছর কৌশলগত সামর্থ গঠন করার কর্মসূচি সম্পর্কে কোডে'র কাছে রিপোর্ট করবে।

৯২. কর্মী: বিশ্ব ব্যাংকের সকল সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এখন একক একটি দলের (নগরভিত্তিক, গ্রামীণ ও সামাজিক উন্নয়ন বৈশ্বিক রীতি) অংশ এবং তাদের পরিবেশগত কর্মীরা একটি অনুশীলন প্রক্রিয়ায় (পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বৈশ্বিক রীতি) যুক্ত। এই সাংগঠনিক কাঠামো সম্পদ আহরণ, রীতিগুলোর সমন্বয় সাধন, বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা বিনিময়, সর্বোত্তম পদ্ধতির ও উদ্ভাবনার দ্রুত প্রচার এবং ঝুঁকি সম্পন্ন প্রকল্পে আরো অভিজ্ঞ কর্মীদের নিয়োজিত করতে সাহায্য করে। প্রতিপালন ও তদারকির কাজে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক বিশেষজ্ঞরা ওপিসিএস পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত।

৯৩. রিসোর্সিং: বিশ্ব ব্যাংক ব্যবস্থাপনা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন এবং নতুন ইএসএফ বাস্তবায়নে আর্থিক সংস্থান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য সময়ে সময়ে ব্যয় পর্যালোচনা ও বাজেট সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হিসেবে সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য বাজেট বাড়াচ্ছে। ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে, সুরক্ষা তহবিল রক্ষা করা হবে এবং সামর্থ লাভ ও গুণগত মানের উন্নতি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। এটি (ক) প্রক্রিয়া ও পোর্টফোলিও অনুযায়ী বর্তমান সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, (খ) প্রস্তাবিত ইএসএফ প্রতিষ্ঠা; এবং প্রস্তাবিত ইএসএফ বাস্তবায়ন করার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল নিশ্চিত করবে।

৯৪. ব্যবস্থাপনা নতুন কাঠামো বাস্তবায়নের প্রথম দিনগুলোতে বিশেষ মনোযোগ দিবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, এই বাস্তবায়ন নজির স্থাপন করবে যা পরিচালনাগত সক্ষমতা অর্জন করেছে। নতুন কাঠামো সামর্থ বৃদ্ধি, ব্যাপক স্বচ্ছতা প্রদান এবং প্রক্রিয়াকরণের সময় কমাবে। ব্যবস্থাপনা মনে করে যে, প্রস্তাবিত অভিযোজনমূলক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির এসব প্রকল্পে সম্পদ বরাদ্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে সহায়তা দিবে যা সম্পদের ওপর মনোনিবেশ দাবি করে এবং অন্যান্য স্থানের সম্পদ অবমুক্ত করে দেয়। নতুন শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক যথাযথ পদক্ষেপ সংক্রান্ত ব্যাপক দায়িত্ব, বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতি যেমন শ্রম সহ পূর্ববর্তী কোন সময়ে কাজ করা হয়নি এমন সব ক্ষেত্র। ব্যবস্থাপনা অতিরিক্ত সম্পদ নিয়োজিত করার মাধ্যমে এতে আংশিকভাবে সাড়া দিবে, তবে, কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃহৎ অংশ আরো বিশেষ অভিজ্ঞতা সহ সামর্থ বৃদ্ধি করবে। শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতা কৌশল, পেশাগত স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদানের ওপর বিশেষভাবে মনোনিবেশ বাড়তি প্রভাব রাখবে। ঋণ গ্রহীতার সামর্থের মূল্যায়ন সংক্রান্ত শর্তগুলো হবে বাড়তি এককালীন ব্যয়। এছাড়াও, ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকির উপর অধিক জোর দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করবে। সংশ্লিষ্ট দেশের কাঠামো একবার চালু করা হলে তা প্রকল্পের প্রস্তুতির পরেও প্রকল্পের পুরো মেয়াদে একটি ব্যাপক সম্পৃক্ততা বজায় রাখবে এবং সামর্থ বৃদ্ধির সুফল লাভ করবে। কারণ, বিশ্বব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতারা বিদ্যমান কাঠামো উপর ভিত্তি করে একসঙ্গে কাজ করতে পারে।

৯৫. প্রস্তাবিত ইএন্ডএস কাঠামোর ব্যয় প্রাক্কলনে ব্যয়ের ধরণগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- নতুন ইএসএফ প্রতিষ্ঠা: সম্পদ এবং ডিজাইন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রদান, ঋণ গ্রহীতা প্রধান দেশগুলোতে সামর্থ গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, কর্মীদের দক্ষতা জরিপ এবং পেশাদার স্বীকৃতি ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সম্পদের প্রয়োজন হবে।

- নতুন ইএসএফ বাস্তবায়ন: দক্ষতা ও ব্যয় সাশ্রয় ছাড়াও, (১) ব্যাপক কাজের সুযোগ (যেমন, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক মূল্যায়ন, শ্রম ও কর্মপরিবেশ, কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা, অভিযোগ প্রতিকার); (২) ঋণ গ্রহীতার কাঠামো কর্মসূচির মূল্যায়ন; এবং (৩) ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি ও তথ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর্মী ও সম্পদের প্রয়োজন হবে।

৬. পরবর্তী ধাপসমূহ

৯৬. প্রস্তাবিত কাঠামোটি কোড দ্বারা আলোচনা ও অনুমোদনের পর, ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ শুরু করবে। সংযুক্তি ৪ (কোড এর জন্য দেয়া হবে) মূল কার্যক্রম ও একটি নির্দেশক টাইমলাইন তুলে ধরবে। ইএসএফ ও আলোচনা পরিকল্পনা কোড কর্তৃক অনুমোদনের পর, এই নথি ও ইএসএফ দ্বিতীয় খসড়াটি নিয়ে তৃতীয় পর্যায়ে পরামর্শমূলক আলোচনার জন্য অনুবাদ প্রকাশ করা হবে। আলোচনামূলক ওয়েবসাইটে এই নথিটি অনলাইনে পাওয়া যাবে।[১৫]

৯৭. অনেকগুলো মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রস্তাবিত কাঠামোর ওপর মতামত চাওয়া হবে। ব্যবস্থাপনা লাইভ চ্যাট এবং ভার্চুয়াল বিশেষজ্ঞ সভার মতো অনলাইন অংশগ্রহণ পদ্ধতি ব্যবহার করবে। পরামর্শমূলক আলোচনা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে মন্তব্য করার আমন্ত্রণ জানানো হবে। এছাড়াও, ব্যবস্থাপনা প্রস্তাবিত কাঠামোতে আলোচিত ব্যাপক বিষয় সম্পর্কে সরকার, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, এবং বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞদের ও উন্নয়ন অনুশীলনকারীদের সাথে সামনা সামনি সংলাপ করবে। তবে ব্যবস্থাপনা আগের দুটি পর্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুর অনুসরণে কান্ট্রি পরামর্শ সভার পুনরাবৃত্তি করার পরিকল্পনা করছে না। বিশ্ব ব্যাংক নিশ্চিত করবে যে, বিশেষজ্ঞ ও অনুশীলনকারী ফোকাস গ্রুপগুলোর স্থান ও অংশগ্রহণে সকল অঞ্চল ও স্টেকহোল্ডার গ্রুপগুলোর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

৯৮. ব্যবস্থাপনা আশা করছে যে, বিশ্বব্যাংকের পরামর্শমূলক নির্দেশিকা এবং আন্তর্জাতিক আলোচনা জন্য অনুসরনীয় রীতি অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা করা যাবে। তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা শেষে, ব্যবস্থাপনা ইএসএফ এর একটি তৃতীয় ও চূড়ান্ত খসড়ার জন্য স্টেকহোল্ডারদের মতামত বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করবে।

৯৯. চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিচালক কাছে উপস্থাপন করা হবে। বাস্তবায়ন ২০১৬ সালে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাস্তবায়ন অবিলম্বে চূড়ান্ত কাঠামো অনুমোদনের পর পরই প্রস্তাবিত ইএসএফ এর সূচনা ও বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নেয়া হবে। অনুমোদনের পর, ব্যবস্থাপনা ইএসএফ চালু করার জন্য কর্মী সংগ্রহ ও সম্পদ প্রস্তুত করবে। এই পর্যায়ে থাকবে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া, নতুন ইএসএফ সম্পর্কে শিক্ষণ কর্মসূচি এবং কর্মীদের জন্য প্রণোদনামূলক কর্মসূটি গড়ে তোলা। তারপর ব্যবস্থাপনা ইনফরমেশন সিস্টেম ও সরঞ্জাম জোরদার, প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার মাধ্যমে আইপিএফ পদ্ধতিতে লোকজন ও পরিবেশ রক্ষা করতে বিশ্বব্যাংকের পদ্ধতির মধ্যে ইএসএফ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস জোরদার করবে। সার্বিক বাস্তবায়ন পদ্ধতির একটি পরিকল্পিত রূপ চিত্র ২ এ দেখানো হয়েছে।

---

১৫ [1] www.worldbank.org/safeguardsconsultations

চিত্র ২. প্রস্তাবিত ইএসএফ বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক পদ্ধতি

নতুন ইএসএফ নির্ধারণ		
শিক্ষা, যোগাযোগ, প্রণোদনা		
ঋণ গ্রহীতার সক্ষমতা	ব্যাংকের সক্ষমতা	কৌশলগত অংশীদারিত্ব
• ঋণ গ্রহীতার কাঠামো গঠনের সক্ষমতা • প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়তা • দিকনিদের্শনার বিষয়াবলী	• মেধা ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা চিত্র • দক্ষতা উন্নয়ন • কৌশলগত কর্মী নিয়োগ • পর্যাপ্ত সম্পদ • পেশাগত ইএন্ডএস স্বীকৃতি ব্যবস্থা • বিদ্যমান দিকনির্দেশনায় তালিকা, বৈধকরন ও হালনাগাদকরণ (আইএফসি/ব্যাংক অনুকরনীয় রীতি, কেস স্টাডি, ইত্যাদি) • তথ্য ব্যবস্থা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা	• প্রধান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মানদণ্ড নির্ধারনকারী হিসেবে ব্যাংক

১০০. ব্যবস্থাপনা বিশ্বব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে তিনটি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করবে যারা ইএসএফ পদ্ধতির পরিকল্পনা, নেতৃত্বদান, সূচনা ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে। একটি স্টিয়ারিং কমিটি বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করবে। এই কমিটিতে থাকবে ইএনআর ও এসইউআরআর ভাইস প্রেসিডেন্ট, ওপিসিএস ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইএনআর ও এসইউআরআর এর সিনিয়র পরিচালকবৃন্দ এবং অপারেশনস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর পরিচালক। একটি বাস্তবায়ন টিম বিশ্বব্যাংকের আইপিএফ পদ্ধতি মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে ইএসএফ পদ্ধতি চালু ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবে। বাস্তবায়ন টিম সংশ্লিষ্ট পরিচালকবৃন্দ, ইএনআর ও এসইউআরআর কর্মসূচিতে নিয়োজিত প্রধান পরিবেশগত ও সামাজিক মান বিশেষজ্ঞবৃন্দ, প্রধান পরিবেশগত ও সামাজিক মান কর্মকর্তা, পরিবেশগত ও আন্তর্জাতিক আইন সংশ্লিষ্ট প্রধান কৌঁসুলি, এবং ওপিসিএস কর্মসূচির প্রধান পরিবেশগত ও সামাজিক মান বিশেষজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করবে। একটি সহযোগী টিম যোগাযোগ ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, প্র্যাকটিস ম্যানেজার, টাস্ক দল নেতাবৃন্দ, পরিবেশগত ও সামাজিক বিশেষজ্ঞ, এবং পরামর্শদাতাদের সঙ্গে বাস্তবায়ন সহযোগিতা প্রদান করবে।

১০১. বোর্ডের কাছে রিপোর্টিং: তৃতীয় ও চূড়ান্ত ইএসএফ সহ একটি ব্যাপক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নির্বাহী পরিচালকদের কাছে উপস্থাপন করা হবে। বোর্ডে কাঠামো কর্মসূচি গৃহীত হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে, অনুমোদনের ছয় মাস পর এবং তারপর প্রতি বছর নির্বাহী পরিচালকদের কাছে সেটির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হবে। ব্যবস্থাপনা এছাড়াও বাস্তবায়নের পাঁচ বছর পরে ইএসএফ এর ব্যাপক পর্যালোচনার প্রস্তাব করেছে।

৭. উপসংহার

১০২. পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাংকের অনুসৃত পদ্ধতির আধুনিকায়ন ও হালনাগাদকরণ আবশ্যক। প্রস্তাবিত ইএসএফ এই উদ্দেশ্য পূরনের জন্য মানানসই হবে এবং বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের ও পরিবেশের সুরক্ষা জোরদার করবে। এতে উন্নয়ন সুবিধা লাভের ব্যাপক সুযোগ বৃদ্ধি এবং বৈষম্যের বিরূপ প্রভাব কমাতে নতুন শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতাদের পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সামর্থ গড়ে তোলা ও জোরদার করতে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং তাদের কাঠামো ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাদের সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংক তার অংশীদারিত্ব জোরদার করবে। এই ইএসএফ টেকসই উন্নয়ন অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রথমসারিতে বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

১০৩. প্রস্তাবিত ইএসএফ হচ্ছে একটি ব্যাপক সম্পৃক্ততামলক প্রয়াসের ফল, যা এ যাবৎকালে বিশ্বব্যাংক বা অন্য কোন উন্নয়ন অংশীদার সংস্থার দ্বারা গ্রহীত বৃহত্তম কর্মসূচি। বিশ্বব্যাংক বিশ্বের ১৮৮ টি দেশের একটি সংস্থা যারা পৃথিবীর জনসংখ্যার জন্য উন্নত জীবনযাত্রা আনয়ন এবং এই পৃথিবী তার জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। ব্যবস্থাপনা মনে করে যে, বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতির পর্যালোচনা ও হালনাগাদ প্রক্রিয়ায় নানা ধরণের ব্যাপক ইস্যুতে শেয়ারহোল্ডার ও অংশীদারদের মধ্যে দৃঢ় মতামত গড়ে তুলেছে। ব্যবস্থাপনা আলোচনাকালে ব্যক্ত সব মতামতের ব্যাপারে স্বীকৃতি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও প্রশংসা করলেও, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হচ্ছে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা, যা ভিন্ন মতামত ও স্বার্থ, সেইসাথে উচ্চাকাঙ্খা ও উন্নয়ন অনুশীলনের ভারসাম্য বজায় রাখবে।

পরিশিষ্ট -১ : বর্তমান সুরক্ষা নীতি

১. বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতিতে প্রতিষ্ঠানের প্রধান মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জনগণ ও পরিবেশের সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের প্রয়াসের ভিত্তিতে এই নীতি প্রণীত হয়েছে। এই নীতিমালা গত দু'দশক ধরে বিশ্ব ব্যাংক, তাদের ঋণ গ্রহীতা ও উন্নয়ন গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করেছে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রকল্প ঝুঁকিগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করে দিয়েছে। নতুন ধরণের সামাজিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এই বিশ্বে ঋণ গ্রহীতাদের নতুন ও ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে, বিশ্ব ব্যাংক ২০১২ সালে এই নীতিমালার একটি ব্যাপক পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ কর্মসূচি গ্রহন করেছে।

২. বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা বিগত ৪০ বছরের বেশী সময় ধরে প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়। ১৯৭০ দশকের শুরুতে, বিশ্ব ব্যাংক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও সুযোগ-সুবিধাগুলোর বিষয়ে মনোযোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করেছে। বিশ্ব ব্যাংক ১৯৮৪ সালে বিশ্ব ব্যাংকের কাজের পরিবেশগত দিকগুলো সংক্রান্ত পরিচালন বিধি ব্যবস্থা চালু করে। এতে বিশ্ব ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্প, কারিগরি সহায়তা এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রে যেখানে পরিবেশগত প্রভাব থাকতে পারে সেগুলোর বিষয় সংক্রান্ত ব্যাংকের নীতি ও কার্যবিধির রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় পরিস্থিতি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কল্যাণের বিষয়টি ব্যাপকভাবে বুঝানোর জন্য 'পরিবেশগত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. বিশ্ব ব্যাংক তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিগুলোর মূল্যায়ন ও প্রশমনে একটি ব্যাপক ভিত্তিক বিধিমালা গড়ে তুলেছে। ১৯৮৭ সালে বিশ্ব ব্যাংকের পুনর্গঠনের পর অপারেশনাল ডিরেক্টিভস (ওডি) ক্রমান্বয়ে অপারেশনাল ম্যানুয়েল স্টেটমেন্ট (ওএমএস) এর স্থলাভিষিক্ত হয়, ওএমএস-এ পূর্বে বিদ্যমান নীতি বিভিন্ন সময়ে অর্ন্তভুক্ত এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতে নতুন নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ওডি ৪.০০, পরিশিষ্ট ক ১৭ -তে পরিবেশগত মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং পরে পরিবেশগত মূল্যায়ন সংক্রান্ত পরিচালনগত নির্দেশনা ৪.০১ এটির স্থলাভিষিক্ত হয়। ওডি'র বোধগম্যতার সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলো এবং অনুসৃত রীতি ও জবাবদিহিতার বিষয়গুলোকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার আকাঙ্খার প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে ওডি'র স্থলে পরিচালনগত নীতি ও ব্যাংকের কার্যবিধি চালু করা হয়, এর বিষয়বস্তু বিশ্ব ব্যাংকের কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচিতে উদ্ভুত বিশেষ পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যুগুলো মোকাবেলার লক্ষ্যে পরে আরো পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি যোগ করা হয়েছে।

৪. তৎকালীন সময়ে বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান কাজের ধারায় বিভিন্ন ধরণের ব্যাপক খাতে পণ্য, কাজ ও সেবায় অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উদ্ভুত পরিবশগত ও সামাজিক ইস্যুগুলোর সমাধানের জন্য বিশ্ব ব্যাংককে সহায়তা দেয়ার জন্যই বর্তমান সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলো বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট কারিগরি সহায়তা কর্মকাণ্ড এবং ব্যাংক পরিচালিত ট্রাস্ট ফান্ডের সহায়তায় পরিচালিত ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ব্যাংক বিশেষ সুরক্ষা নীতি হিসেবে দশটি পরিচালনগত নীতি প্রণয়ন করে। এগুলোর মধ্যে ছয়টি পরিবেশগত, দুটি সামাজিক, এবং দুটি আইনগত নীতি [১৮]। প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকালে প্রতিপালনে সহায়তা দেয়া এগুলোর মূল লক্ষ্য। প্রস্তাবিত কাঠামো কর্মসূচি আরো অধিক সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শর্তাবলী জুড়ে দিয়েছে যা বিশ্ব ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতাদের

বার্ধবাধকতাগুলোর পার্থক্য সুস্পষ্ট, ব্যবধান ও অসামঞ্জস্যতা দূর করেছে এবং মূল্যবোধ, পলিসি স্টেটমেন্ট, ঋণ গ্রহীতার শর্তাবলী এবং বিস্তারিত প্রক্রিয়াগত দিকগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

[১৬] বিশ্ব ব্যাংক ১৯৮৭ সালে পুনর্গঠিত হওয়ার আগে, পরিচালনগত নীতিগুলো মূলত অপারেশনাল ম্যানুয়েল স্টেটমেন্ট (ওএমএস) এবং অপারেশনাল পলিসি নোটস এ অর্ন্তভুক্ত ছিল, যা প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্বের অধীনে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, অপারেসন্স এর কার্যালয় থেকে ইস্যু করা হতো।
[১৭] অপারেশনাল ডিরেকটিভ, ৪.০০, পরিশিষ্ট ক: পরিবেশগত মূল্যায়ন (১৯৮৯)।

৫. পরিবেশগত ও সামাজিক চাহিদাগুলোকে বিশেষ আর্থিক ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুযায়ী তৈরী করতে হবে। তাই, উন্নয়ন নীতি অর্থায়ন (ডিপিএফ) ও ফলাফলের জন্য কর্মসূচি (পিফরআর) সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনাগুলোর সমাধানের উপায় সংশ্লিষ্ট পরিচালন নীতিতে (ওপি/বিপি ৮.৬০ এবং ওপি/বিপি ৯.০০) অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এপ্রোচ পেপারে (২০১২) নির্বাহী পরিচালকদের অনুমোদন অনুযায়ী, ডিপিএফ এবং পিফরআর প্রস্তাবিত কাঠামোতে নেই। পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য নীতি পর্যায়ের ব্যবস্থায় একটি ভিন্ন দৃষ্ঠিভঙ্গি প্রয়োজন। বিশ্ব ব্যাংক বর্তমানে পরিবেশগত ও সামাজিক দিকগুলো সহ পিফরআর এবং ডিপিএফ উভয়ের পর্যালোচনা করছে।

৬. পরিবেশগত মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা প্রথমবার চালু করার ২০ বছরের বেশী সময় পরে পরিচালিত একটি ২০১০ আইইজি মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, সুরক্ষা নীতিমালা নেতিবাচক প্রভাব এড়ানো বা প্রশমিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন গ্রুপ (আইইজি) পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের প্রতিফলন ঘটাতে সুরক্ষা নীতি গ্রহন করার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করেছে, যে প্রেক্ষাপটে বিশ্ব ব্যাংক কাজ করে যেমন একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল ব্যবসা পরিবেশ ও নতুন ঋণদান ব্যবস্থা এবং উদ্ভুত সর্বোত্তম রীতি ও ঋণ গ্রহীতার চাহিদা। [১৯] আইইজি পরিবেশগত ও সামাজিক টেকসই উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, সম্ভাব্য ব্যাপক মাত্রার সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন, তদারকিতে উন্নতি; এবং পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও কার্যসম্পাদন রিপোর্টিং সংক্রান্ত আরো দক্ষ ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহনের লক্ষ্যে সুরক্ষা নীতি কাজে লাগানোর বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার সুপারিশ করেছে। আইইজি রিপোর্টের পর, ব্যবস্থাপনা কমিটি একই বছর জানায় যে, তারা বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালার একটি ব্যাপক ভিত্তিক হালনাগাদকরণ ও সুদৃঢ়করণ পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

[১৮] ওপি ৪.০১ পরিবেশগত মূল্যায়ন; ওপি ৪.০৪ প্রাকৃতিক আবাসভূমি; ওপি ৪.০৯ পেস্ট ম্যানেজমেন্ট; ওপি ৪.১০ আদিবাসী; ওপি/ ৪.১১ ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ; ওপি ৪.১২ অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন; ওপি ৪.৩৬ বন; এবং ওপি ৪. ৩৭ বাঁধ নিরাপত্তা; ওপি ৭.৫০ আন্তর্জাতিক নৌপথ সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ; ওপি ৭.৬০ বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ডে প্রকল্পসমূহ। (শেষ দুটি নীতি সুরক্ষা নীতি হালনাগাদকরণের অংশ নয়। পর্যালোচনায় ওপি৪.০৩ বেসরকারি খাতের কর্মকাণ্ডের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড অন্তর্ভুক্ত নয়।)

[১৯] 'পরিবর্তনশীল বিশ্বে সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা: বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের অভিজ্ঞতার একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়ন' http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0

*****